CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-222 ■ 23 May, 2025 ■ আগরতলা ২৩ মে, ২০২৫ ইং ■ ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সন্ত্রাসী হামলার জবাব ভারত নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী দেবে, হুশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

বিকানের, ২২ মে : এখন থেকে যে কোনও সন্ত্রাসী হামলার জবাব ভারত তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী দেবেসময়, স্থান ও কৌশল সব নির্ধারণ করবে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিকানেরে ২৬,০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতিকে উৎসর্গ করে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন।

এদিন বৃহৎ জনসমাগমকে স্বাগত জানিয়ে তিনি জানান, দেশের ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মানুষ এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, উপ-রাজ্যপাল ও অন্যান্য গণপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিও তিনি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি করণী মাতার আশীর্বাদ নিয়ে এই অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং এই আশীর্বাদ একটি উন্নত ভারতের নির্মাণে দেশের সংকল্পকে আরও মজবুত করেছে। তিনি বলেন, ২৬,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পগুলি দেশের বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করবে।

ভারতের অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবনীয় রূপান্তর তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১১ বছরে রেল, সড়ক, বিমানবন্দর সহ নানা খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। তিনি জানান, আগের তুলনায় ছয় গুণ বেশি বিনিয়োগ এখন অবকাঠামো খাতে করা হচ্ছে, যা বিশ্বজুড়ে আলোচিত। তিনি চেনাব ব্রিজ, সেলা টানেল, বগিবিল ব্রিজ, মুম্বাইয়ের অতল সেতু, পামবান ব্রিজের মতো আইকনিক প্রকল্পগুলির উল্লেখ করেন। রেলের আধুনিকীকরণে দেশ যেভাবে এগোচ্ছে, তা তুলে ধরে তিনি বলেন, বন্দে ভারত, অমৃত ভারত ও নমো ভারত ট্রেনগুলি ভারতের গতিশীলতা ও উন্নয়নের প্রতীক। এখন প্রায় ৭০টি রুটে বন্দে ভারত ট্রেন চলছে। তিনি আরও বলেন, গত ১১ বছরে ৩৪,০০০ কিমি নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে, নির্মিত হয়েছে শত শত ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১,৩০০-র বেশি রেলস্টেশনকে আধুনিকীকরণের কাজ চলছে,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতই থাকবে, যতক্ষণ না পাকিস্তান সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে সমর্থন ত্যাগ করবে

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ফেরাতে প্রস্তুত ভারত

নাগরিকত্ব যাচাইয়ে ত্বরান্বিত হতে বাংলাদেশকে অনুরোধ ঃ বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ মে ।। ভারতে অবস্থানরত অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছে ভারত। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছে ভারত সরকার। এদিকে, ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে যেকোনো রকম আলোচনা হতে হবে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে এবং সিন্ধু জলচুক্তি ততদিন স্থগিত থাকবে যতদিন না পাকিস্তান 'বিশ্বাসযোগ্য ও অপরিবর্তনীয়ভাবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসে সমর্থন ত্যাগ' করে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "যারা ভারতে অবৈধভাবে অবস্থান করছেন, তারা বাংলাদেশি হোন বা অন্য দেশের, সকলের বিরুদ্ধেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের কাছে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন যাদের ফেরত পাঠানো প্রয়োজন।"

তিনি জানান, "আমরা বাংলাদেশকে তাদের নাগরিকত্ব যাচাই করার জন্য অনুরোধ করেছি। বর্তমানে ২,৩৬০-র বেশি মামলার তালিকা আমাদের হাতে রয়েছে, যাদের ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন। তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে জেল খাটার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ২০২০ সাল থেকে নাগরিকত্ব যাচাই এখনও অমীমাংসিত রয়েছে।"

ভারত সরকারের মতে, অনুপ্রবেশকারীরা বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই গোপনে প্রবেশ করে, যার ফলে তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এ মাসের শুরুতেই আসামের দক্ষিণ সালমারা জেলায় অন্তত পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিককে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বাহিনী এবং পরে সীমান্তের মাধ্যমে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া দিল্লি পুলিশ এই মাসে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ছয়জন বাংলাদেশি নারীকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তে জানা গেছে, তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মানব পাচারচক্রের অংশ ছিল। তাদের সকলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। গত মাসে গুজরাটে সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযানে একদিনে ১,০০০-এরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভীর তত্ত্বাবধানে আহমেদাবাদ পুলিশ ৮৯০ জন এবং সুরত পুলিশ ১৩৪ জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে। ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে আইন লঙ্ঘন করে ভারতে অবস্থান করা যাবে না এবং অবৈধভাবে প্রবেশকারীদের প্রত্যাবাসনে ভারত কোনো আপোষ করবে না। এদিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারত-পাকিস্তান আলোচনা দ্বিপাক্ষিক হতে হবে। সেইসঙ্গে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আলোচনা ও সন্ত্রাস একসাথে চলতে পারে না। আমরা সেই কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের প্রত্যার্পণ নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী, যাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ জন সন্দেহভাজন আটক

বিলোনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ মে।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে বসে থাকা ৬ জন সন্দেহভাজন লোককে আটক করে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। তাদের কাছে কোন ধরনের বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে বসে থাকা ৬ জন অপরিচিত সন্দেহভাজন লোককে আটক করে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। এদের মধ্যে দুজন মহিলা চারজন পুরুষ। সাত জন থাকলেও একজন পালিয়ে যেতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুধু অফিস করলেই চলবে না

সমস্ত আধিকারিকদের কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে ঃ কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। শুধু অফিস করলেই চলবে না। সমস্ত আধিকারিকদের কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কৃষক কল্যাণে এই পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। কারণ, বেঁচে থাকতে প্রত্যেকের প্রথমেই প্রয়োজন অন্নের।

কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'র শিলান্যাস করলেন কৃষি মন্ত্রী রতনলাল নাথ। রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীর হাত ধরে বৃহস্পতিবার উদয়পুর মহকুমায় ধনী সাগরের দক্ষিন-পশ্চিম কর্নারে কৃষি দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট অফিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এদিন মন্ত্রী উদয়পুর কালাবন বাজারে এগ্রিমার্কেট শেডের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার ও অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার জিলা সহকারি সভাধিপতি সুজন সেন সহ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগন।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, শুধু অফিস করলে হবে না। অফিসারেরা কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেকের আগে দরকার অন্ন, তারপর বস্ত্র, এরপর পানীয় জল, বাড়ি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা তারপর স্বাস্থ্য পরিষেবা। অন্ন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারবে না। তাই গুরুত্ব দিয়ে সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে দেশের সরকার ও রাজ্য সরকার কাজ করে চলছে। কোন জায়গা খালি না রেখে কৃষি সবজি, ধান, চাল, সহ নানা সামগ্রী উৎপাদন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনো পর্যন্ত ৩০৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৬ হাজার খরচ করেছে এই বাজার উন্নত করার জন্য। বর্তমানে সরকার ১৮ টি স্টল একটি সেড ঘর নির্মাণ করার জন্য ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য, যা এক বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের পাশে বর্তমান মোদি সরকার আছে। আগামী দিনও কৃষকদের উন্নয়ন করার জন্য সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। আগামী দিনেও এই কালাবন বাজারসহ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলোকে উন্নয়ন করার জন্য পরিকল্পনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়ক অবরোধ: ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া ও জনসাধারণের সমস্যা সৃষ্টি করায় ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাক্ট ১৯৫৬-র ৮(বি) নং ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬ (১)/৬১(২) ধারায় ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ধলাই জেলার বিরাশি মাইল বাজারের কালিবাড়ি ট্রাইজংশনে কতিপয় পুরুষ ও মহিলা গত ১৫মে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তারা বিরাশি মাইল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাংকের ড্রপবক্স থেকে উধাও চেক

ব্যাংকিং পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ব্যাংকের ড্রপবক্স থেকে উধাও চেক। ঘটনায় ব্যাংকিং পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

গোপাল দে নামে এক ব্যক্তি ড্রিমজ এডভারটাইসমেন্ট এর তরফ থেকে একটি চেক প্রদান করেন ইন্ডিয়ান ব্যাংকে। তিনি ব্যাংকের ড্রপবক্সে চারটি জমা করে যান। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকায় তিনি ব্যাংকে সে যোগাযোগ করেন। নিজ একাউন্টের স্টেটমেন্ট নিয়ে তিনি দেখতে পান প্রায় ৭৯ হাজার চেক মারফত তার একাউন্টে ঢোকার কথা থাকলেও কোন টাকা তার একাউন্টে ঢুকেনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন। পরে দেখা যায় ওই চেকের টাকা দেরাদুনের একটি একাউন্টে চলে গেছে। সিসিটিভি খতিয়ে দেখা যায় এক ব্যক্তি ব্যাংকের ড্রপবক্স থেকে চেকটি তুলে নিয়ে গেছেন। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে ওভার রাইটিং করে চারটি জমা করেছেন দেরাদুনের সুমনলতা নামের একটি একাউন্টে। সেই টাকা ইতিমধ্যেই দেরাদুনের সেই অ্যাকাউন্ট থেকে তুলেও নেওয়া হয়েছে। কিভাবে ব্যাংকের ড্রপবক্স থেকে চেক তুলে নিয়ে যায় অন্য কেউ এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গোপাল দে।

পাশাপাশি পশ্চিম আগরতলা থানাতেও এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে ব্যাংকের আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করা হলে এ বিষয়ে স্পষ্ট তো কিছুই তারা বলতে পারছেন না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে সেখান থেকে টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা। কিন্তু ব্যাংকের কোন কর্মীর সাহায্য ছাড়া ড্রপবক্স থেকে অন্য এক ব্যক্তি কিভাবে চেক তুলে নিয়ে যায় সে নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ওভার রাইটিং করা চেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই কিভাবে জমা নিল সেটাও বড় প্রশ্ন। পুলিশি তদন্তে এর আসল রহস্য উদঘাটন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গর্ভধারিণী মায়ের উপর ছেলের অমানবিক অত্যাচার, পাশে দাঁড়াল রাজ্য মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। গর্ভধারিণী মায়ের উপর ছেলের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সামনে আসার পর নরে চড়ে বসে রাজ্য মহিলা কমিশন। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্না দেববর্মা সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যারা লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়িতে ঘটনার তদন্তের জন্য ছুটে গিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল সংলগ্ন ভজন বিশ্বাসের ছেলে টুটন বিশ্বাস তাঁর মা লক্ষ্মী বিশ্বাসের উপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিল। ১৩ মধ্যে গত কিছুদিন আগে টুটন বিশ্বাস তার মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। আর সেই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে রাজ্য মহিলা কমিশনের।তৎক্ষণাৎ বিষয়টি রাজ্য মহিলা কমিশনের তরফ থেকে আমতলী থানার পুলিশের নজরে দেওয়া হয়। আমতলী থানার পুলিশ বুধবার লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়িতে এসে তার সাথে কথা বলে যায়। এবার বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্না দেববর্মা সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যারা ছুটে আসেন লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়িতে ঘটনার তদন্তের জন্য। যদিও লক্ষ্মী বিশ্বাসকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি পরে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন স্থানীয় এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে ঘটনার সত্যতা জানতে পারেন। এদিন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান স্বাভাবিক রাখতে খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক, মহকুমা প্রশাসন, বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব নিতে হবে। আসন্ন বর্ষায় রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মজুত এবং যোগান যেন সন্তোষজনক হয় সে বিষয়েও এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন বাজারগুলির ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আসামের বরাক নদীর উপর গমন সেতুর প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ চলছে। তাই পণ্যবাহী যানবাহনগুলি বিকল্প রাস্তা ধরে রাজ্যে আসছে। তাতে প্রায় ৩২ কিলোমিটার অতিরিক্ত রাস্তা অতিক্রম করতে হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সাময়িক এই সমস্যার জন্য কোন প্রকার কালোবাজারি বা অসাধু ব্যবসা করার চেষ্টা এবং তা খাদ্য দপ্তরের নজরে এলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। রাজ্যে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। মহকুমা শাসক,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুম থেকে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে প্রসূতি মা জন্ম দিলেন পুত্রসন্তানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। সাব্রুম থেকে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনে এক প্রসূতি মা জন্ম দিলেন একটি পুত্রসন্তানের। খবর পাওয়া মাত্রই ধর্মনগর জিআরপিএস দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মা ও নবজাতককে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে উদ্ধার করে।

এরপর বিষয়টি জানানো হয় ধর্মনগর রেলওয়ে হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক ও নার্সরা স্টেশনে এসে মা ও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং জানান, দুজনেই সুস্থ রয়েছেন।।পরবর্তীতে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে খবর দেওয়া হলে, একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে মা ও শিশুকে রেলওয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে যায় জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে।

ঘটনার বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে পিআরপিএস অফিস ইনচার্জ উত্তম কুমার কলই জানান, তাঁরা দ্রুততার সাথে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যৌতুকের দাবিতে প্রতিনিয়ত গৃহবধূকে নির্যাতন, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। যৌতুকের দাবিতে শাশুড়ি এবং দেবর প্রতিনিয়ত গৃহবধূকে নির্য্যাতন করা হতো। নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আজ সকালে শাশুড়ি এবং দেবর মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নির্য্যাতিতা গৃহবধূ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘর থানাধীন কেমতলী এলাকার রবীন্দ্র সরকারের ছেলে আমতলী থানাধীন মধুবন এলাকার মনোরঞ্জন ঋষি দাসের মেয়ে শর্মিষ্ঠা ঋষি দাসের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। তারপর ৭ থেকে ৮ মাস আগে পালিয়ে বিয়ে করেন তাঁরা। বিয়ের চার মাস যাবত ঠিক ঠাক চলছিল তাদের সংসার। গত তিন মাস ধরে যৌতুকের দাবিতে শাশুড়ি এবং দেবর প্রতিনিয়ত নির্য্যাতন করে যাচ্ছিল গৃহবধূ শর্মিষ্ঠার উপর। তাই গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর বহু খোঁজা খুঁজির পর আগরতলা গ্রেন্ডডিউস ক্লাব এলাকায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে শর্মিষ্ঠাকে। তাই আজ স্বামী উৎপল সরকার, দেবর কিষান সরকার, শশুর রবীন্দ্র সরকার, শাশুড়ি শোভারানী সরকারের বিরুদ্ধে মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন গৃহবধূর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই মহিলা সহ ৫ বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। এলাকাবাসী এবং মধুপুর থানার সহযোগিতায় পাঁচ জন বাংলাদেশিকে পাথারিয়াদার এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে দুই মহিলা সহ তিনজন বাংলাদেশী পুরুষকে মধুপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশী নাগরিক বলে স্বীকার করেন। জানা গিয়েছে, এলাকাবাসী এবং মধুপুর থানার সহযোগিতায় পাঁচ জন বাংলাদেশিকে পাথারিয়াদার এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। তারা দিল্লিতে কাজের উদ্দেশ্যে ওপার থেকে এপাড়ে এসেছিল যাওয়ার জন্য। তবে বাংলাদেশে কিছু

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমৃতলোকে

মৃন্ময় চৌধুরী (গদাই)

জন্ম ঃ ১২-০৩-১৯৭৮ মৃত্যু ঃ ০৯-০৫-২০২৫

গভীর বেদনাহত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের সকলের প্রিয় মৃন্ময় চৌধুরী অকস্মাৎ ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে শ্রীশ্রী রামচন্দ্রদেবের রাতুল চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় আগামী ২৪ মে শনিবার পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান আগরতলা জগহরিমুড়া রামঠাকুর রোডস্থিত বাসভবনে সুসম্পন্ন হবে।

এ উপলক্ষে আগামী ২৫ মে রবিবার টাউন প্রতাপগড়স্থিত শ্রীশ্রী রামচন্দ্রদেবের সমবেত উৎসব মন্দিরে (রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন) সকল আত্মীয়স্বজন, শুশানবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীগণ দুপুরে উপস্থিত হয়ে প্রসাদান্ন গ্রহণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বাধিত করবেন।

গভীর শোকাহত

মৃণাল কান্তি চৌধুরী (বাবা), পূর্ণিমা চৌধুরী (মা), ইন্দু চৌধুরী (স্ত্রী), মেঘা-ইধা (মেয়েরা), শিশির কান্তি চৌধুরী, মিহির কান্তি চৌধুরী (কাকারা), সুচিত্রা চৌধুরী, শিখা চৌধুরী (কাকিমারা) ও পরিবারবর্গ এবং কালিকা জুয়েলার্সের কর্মীবৃন্দ।

CMYK CMYK

Page 1.pmd 1 23-05-2025, 00:30

জাগরণ আগরতলা,২৩ মে,২০২৫ ইং
৮ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ সেনা অভ্যন্তরে চাপা ক্ষোভ

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জটিল সংকটে ভুগিতেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাড়াইয়া কার্যত সুখে নাই দেশবাসী। বলিতে গেলে তাহাদের চরম সর্বনাশ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার বেশ কিছু ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে। ফলে বাংলাদেশের সামনে সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভারত সরকার সর্বদাই বাংলাদেশকে প্রিয় বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবেই মনে করিত। কিন্তু সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই বাংলাদেশের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চলমান রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব পড়িয়াছে জেলা, আধা সেনা, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের উপর। ২৪-এর তথাকথিত জুলাই বিপ্লব ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধধারার আওয়ামী লীগ সরকারের উৎখাতের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট তীর হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশে বাস্তবে এক গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হইতে চলিয়াছে। একদিকে দেশের স্বাধীনতার ৭১র মুক্তিযুদ্ধের ধারা, অন্যদিকে স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্থান সমর্থক। জামাতে ইসলামির কট্টরপন্থী ভারত বিরোধী ধারা।স্বাভাবিক ভাবে এর প্রভাব পড়িতে চলিয়াছে বাংলাদেশ সেনার অভ্যন্তরেও। বাংলাদেশে পাকিস্থানপন্থী জামাতে ধারার সমর্থকরা বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে এই মুহুর্ত্যে যথেষ্ট মজবুত। পাক সামরিক গোয়েন্দা চক্র আই এস আই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে জামাতপন্থী সেনা কর্তাদের মদত দিতেছে। একদা হাসিনার আস্থাভাজন সেনা প্রধান ওয়াকারউজ জামান তখন চাপ পাল্টা চাপে অনেকটা দিশেহারা। আমেরিকাও ডেমোক্র্যাট প্রশাসনের পথ ধরিয়া বাংলাদেশে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ সামরিক প্রয়োজনে চাইছে। ট্রাম্প প্রশাসন সি আই এর পরিকল্পনা মত মায়ানমার-এর জুন্টা শাসন বিরোধী আরকান আর্মি ও বিদ্রোহীদের মদত দিয়া চলিয়াছে। এজন্য বাংলাদেশকে বাধ্য করিয়াছে আরাকান আর্মির জন্য কড়িডোর দিতে।সি আই এর পরিকল্পনাকে সমর্থন দিয়া জামাতপন্থীরা মার্কিন সমর্থন পেতে মরিয়া। বাংলাদেশে বর্তমান তদারকি সরকারের প্রধান মহঃ ইউনুস একই সঙ্গে পাকিস্থান, চীন তো বটেই আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থন নিশ্চিত করিতে চাইছেন। সি আই এ মায়ানমারের একাংশ নিয়ে পৃথক খৃষ্টান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করিয়া চলিয়াছে। এই পরিকল্পনায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরামকে টার্গেট করিতে চান বলিয়াই মনে করা হইতেছে। ভারত-পাক সংঘাতের আবহাওয়াতেই বাংলাদেশে তদারকি সরকার শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করিয়া কার্যত নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িতে চাইছে। পূর্ব ও উত্তর পূর্ব সীমান্তে পাকিস্থান, চীনের হইয়া প্রক্সি যুদ্ধে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চাইছে বলিয়া মনে করিতেছেন রাজনৈতিক মহল। ইউনুস সুকৌশলে পাকিস্থান, চীনের পর আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থন-আস্থাভাজন হইয়া উঠিতে চাইছেন বলিয়াই মনে করা হইতেছে।বাংলাদেশে চলমান সেনার অভ্যন্তরে স্বাধীনতাপন্থী ও জামাতপন্থীদের লড়াই থেকে ফায়দা তুলিতে চাইছে একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে চীন। ফলে ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের স্পর্শকাতর আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিস্থিতি ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতে চলিয়াছে বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

’পুরাণ ও ইতিহাসে ফিরে দেখার সময় এসেছে’ গোয়ায় চরক ও সুশ্রুতের মূর্তি উন্মোচন করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়

গোয়া, ২২ মে: উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বুধবার গোয়ায় আয়ুর্বেদাচার্য চরক ও শল্যচিকিৎসার জনক সুশ্রুতের মূর্তির উন্মোচন করেন। গোয়া রাজভবনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে ভারতীয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানোর। তিনি উল্লেখ করেন, আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের প্রাচীন জ্ঞানপদ্ধতির গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, “আমরা এক অনন্য জাতি, এখন আমরা আমাদের শিকড়কে নতুন করে আবিষ্কার করছি এবং সেই ভিত্তিতেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছি।” তিনি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং বলেন, “ভারত এই পদ্ধতির জন্মস্থান। আজও তা বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।”

তিনি বলেন, “আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের তাকের জন্য নয়, এগুলো ভাবনা, দর্শন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার আধার। এগুলোকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সহায়তায় পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।”

উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেন, “সময় এসেছে ইতিহাসে ফিরে তাকানোর। আমাদের শিশুদের জন্ম থেকেই আমাদের সভ্যতার গভীরতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।” চরক ও সুশ্রুতের মূর্তি উন্মোচনের সময় তিনি বলেন, “আজ আমরা এমন দুই মহান ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যারা জ্ঞানের প্রতীক চরক ও সুশ্রুত।”

চরক ছিলেন কুষাণ সাম্রাজ্যের রাজবৈদ্য এবং তিনি ‘চরক সংহিতা’র রচয়িতা, যা আয়ুর্বেদের মূল ভিত্তি। অপরদিকে, সুশ্রুতেকে শল্য চিকিৎসার জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি জানান, “আমি সুশ্রুতের সময়ের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রের চিত্র দেখেছি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী।” তিনি উল্লেখ করেন, সুশ্রুত ছিলেন ধন্বন্তরির শিষ্য, যিনি নিজেও একজন খ্যাতনামা আয়ুর্বেদাচার্য।

জগদীপ ধনখড় বলেন, “এখনও কিছু কিছু মহলে ‘ভারতীয় বা প্রাচীন’ মানেই ‘পিছিয়ে পড়া’ বলে মনে করা হয় এই মানসিকতা আর গ্রহণযোগ্য নয়। এখন সময় এসেছে আমরা নিজেদের ঐতিহ্যকে সম্মান করতে শিখি।” তিনি বলেন, পশ্চিমই কেবল অগ্রসর এই ধারণা এখন বাতিল হওয়া উচিত।

তিনি জানান, “আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও স্বীকার করেছে যে ভারত এখন বিশ্বের সম্ভাবনাময় কেন্দ্র।” উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেন, “যদি আমরা আমাদের প্রাচীন জ্ঞানকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি, তবে পশ্চিমা বিশ্ব বিস্মিত হবে।” তিনি চরক, সুশ্রুত, ধন্বন্তরী, জীবক (যিনি বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন), প্রাচীন গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট, বৌধায়ন, বরাহমিহির এই সকল মনীষীদের অবদান স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, “শত শত বছর আগে আমরা ৩০০-রও বেশি অস্ত্রোপচার, প্লাস্টিক সার্জারি, অস্থিচিকিৎসা এবং এমনকি সিজারিয়ান ডেলিভারিও করতাম। সুশ্রুতের লেখা শুধু শারীরবিদ্যা নয়, বরং বৈজ্ঞানিক মনোভাব, পরিচ্ছন্নতা, প্রশিক্ষণ, ও রোগীর যত্নের উচ্চমানের প্রতিফলন ঘটায়।”

মহাজাগতিক বিকিরণের উপাখ্যান

মহাশূন্যের গহিন থেকে আসে মহাজাগতিক বিকিরণ। নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিকিরণের মধ্যে এই বিকিরণ যে পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে, তা জানার জন্য নানারকম কারিকুরি করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। এই রহস্যভেদ, প্রাকৃতিক কণাত্বরক যন্ত্র ও কণাবৃষ্টির কথা *ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী*

মহাশূন্যের গহিন থেকে আসে মহাজাগতিক বিকিরণ। এর রহস্যভেদ, প্রাকৃতিক কণাত্বরক যন্ত্র ও কণাবৃষ্টির কথা

আমরা ডুবে আছি বিকিরণের সমুদ্রে। সর্বত্র এগুলোর সরব উপস্থিতি। অথচ অধিকাংশ সময়েই এগুলোর অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করতে পারি না আমরা। উদাহরণ হিসেবে আমাদের নিত্যব্যবহার্য উপকরণ মুঠোফোনে ব্যবহৃত রেডিয়েশন বা বিকিরণের কথাই ভাবুন। এগুলো এক বিশেষ ধরনের তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ, যার নাম বেতার তরঙ্গ। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য ও ছবি বয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্বটি পালন করে। আধুনিক বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের কাছে মুঠোফোন আছে। তাই পৃথিবীর আনাচকানাচে প্রতি মুহূর্তে চলছে এগুলোর অন্তহীন ছুটে চলা। অথচ কোনো মানুষই তার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সামান্যতম অনুভবও করতে পারে না এগুলোকে।

অনুভব না করলেও কিছু বিশেষ ধরনের বিকিরণের সংস্পর্শ মানুষের দেহে ভয়ংকর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির মতো আয়নাইজিং রেডিয়েশন বা আয়নিত বিকিরণগুলো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এই বিকিরণগুলো সহজেই পরমাণুর ভেতরে থাকা ইলেকট্রনদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে। এর কারণে ভেঙে যায় রাসায়নিক বন্ধন। তৈরি হয় ফ্রি রেডিক্যাল বা মুক্তমূলক নামে অতিসক্রিয় একধরনের রাসায়নিক উপাদান। এগুলো প্রোটিনের মতো নানা জৈবিক অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে পারে সুস্থ-সবল দেহকোষকে। অবশ্য এতে খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়নিত বিকিরণের সংস্পর্শে এলেও মানবদেহের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। দেহের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধব্যবস্থা খুব সহজেই এ ধাক্কা সামলে নিতে পারে। শুধু মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের সংস্পর্শে এলেই ঘটতে পারে বিপদ।

মানুষের দেহ যেসব ক্ষতিকর বিকিরণের সংস্পর্শে আসতে পারে, সেগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মানবসৃষ্ট বিকিরণ ও প্রাকৃতিক বিকিরণ। প্রথম ধরনের বিকিরণের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করা নানা যন্ত্রপাতি থেকে। যেমন এক্স-রে মেশিন, এমআরআই মেশিন ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিকিরণের অন্যতম প্রধান উৎস তেজস্ক্রিয় গ্যাস রেডন। এগুলোর উৎপত্তি পৃথিবীপৃষ্ঠের গভীরে থাকা ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়প্রক্রিয়া থেকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিকিরণ উৎসগুলো নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। স্থানভেদে এগুলোর তীব্রতার তারতম্য কতটুকু হয়, সেটি নির্ধারণ করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি মাটি থেকে ওপরের দিকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর প্রভাবে ঘটা বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা কতটুকু পরিবর্তিত হয়, সেটিও খতিয়ে দেখতে চাইলেন তাঁরা।

মানুষের দেহ যেসব ক্ষতিকর বিকিরণের সংস্পর্শে আসতে পারে, সেগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মানবসৃষ্ট বিকিরণ ও প্রাকৃতিক বিকিরণ। প্রথম ধরনের বিকিরণের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করা নানা যন্ত্রপাতি থেকে। যেমন এক্স-রে মেশিন, এমআরআই মেশিন ইত্যাদি

সাধারণ বিচারবুদ্ধি অনুসারে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব ক্রমাগত কমে যাওয়ার কথা। কারণ, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটির গভীরে থাকা তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে দূরত্ব বেড়ে যায়। আপাতদৃষ্টে নিখাদ এই তত্ত্বকে যাচাই করে দেখতে চাইলেন জার্মান বিজ্ঞানী থিওডোর উলফ। ১৯০৯ সালে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি চড়ে বসলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের মাথায়। মাটি থেকে টাওয়ারের চূড়ার উচ্চতা ছিল প্রায় তিন শ মিটার। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব কমে যাওয়ার অকাট্য প্রমাণ পেলেন তিনি। মাটিতে থাকা তেজস্ক্রিয় উৎসের জন্য ঘটা বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা টাওয়ারের মাথায় নেমে আসে প্রায় অর্ধেকে। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। উলফের প্রাপ্ত মানটি প্রত্যাশিত ফলাফলের ধারেকাছেও ছিল না। উচ্চতা বিচারে আরও অনেক কমে যাওয়া যাওয়া উচিত ছিল প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব।

এরপরে দৃশ্যপটে এলেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ভিক্টর হেস। তিনি হিসাব করে দেখলেন, মাটি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উচ্চতায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসা উচিত প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব। যাচাই করার জন্য ১৯১১ সালে বিশেষ যন্ত্রপাতিসহ তিনি একটি গ্যাসভর্তি বেলুনে চড়ে বসলেন। কিন্তু মাটি থেকে প্রায় ১১০০ মিটার উচ্চতাতেও বাতাসের আয়নাইজেশনের হার শূন্যে নেমে আসার কোনো নামগন্ধ খুঁজে পেলেন না। উচ্চতা বাড়লেও কেন যেন প্রত্যাশিত মাত্রায় কমে যাচ্ছিল না প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব। হাল ছাড়লেন না হেস। ক্রমান্বয়ে আরও উঁচুতে উঠে মাপতে থাকলেন বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা। ১৯১২ সালে তিনি বেলুন নিয়ে বেশ কয়েকবার উঠে যান প্রায় ৫ হাজার মিটার উচ্চতায়। সেই সুবিশাল উচ্চতায় তিনি এক অদ্ভুতুড়ে ঘটনার মুখোমুখি হন। খুব সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন, বাতাসে আয়নাইজেশনের মাত্রা কমার পরিবর্তে হঠাৎ করেই অনেকখানি বেড়ে গেছে! পৌঁছে গেছে ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মানের প্রায় দ্বিগুণ পর্যন্ত। অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কিছু দূর পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব কমলেও পরে সেটি পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। এমনকি ৯ হাজার ৩০০ মিটার উচ্চতায় বাতাসের আয়নাইজেশনের হার ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ৪০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

হন্যে হয়ে এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে শুরু করলেন হেস। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অজানা এক বিকিরণের আবির্ভাবের জন্য এমন ঘটনা ঘটতে পারে। এই বিকিরণের উৎস কোনোভাবেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে পারে না। বরং এগুলো আসে পৃথিবীর বাইরে থেকে। বায়ুমণ্ডল এগুলোর বিপক্ষে ঢাল হিসেবে কাজ করে। ফলে মহাশূন্য থেকে এসে একদম ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না এগুলোর পক্ষে। সে কারণেই এত দিন পর্যন্ত কেউ এগুলো খুঁজে পাননি। ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল ক্রমেই পাতলা হওয়ার সুবাদে এগুলোর উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। যথেষ্ট যৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে হেসের উপসংহার বৈজ্ঞানিক সমাজে খুব একটা সাড়া ফেলতে পারেনি। তবে ১৯২৫ সালে বিখ্যাত মার্কিন এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট রবার্ট অ্যান্ড্রুস মিলিকানের গবেষণার সূত্র ধরে নতুন প্রাণ পায় হেসের সমাধানটি। তিনি এই অজানা বিকিরণের নামকরণ করেন কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি। দেরিতে হলেও এগুলো আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৬ সালে মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ভিক্টর হেসকে। প্রকৃতির পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর কসমিক রশ্মিরা আসলে কী দিয়ে গঠিত? রবার্ট মিলিকানের মতে, এরা উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মি। যেগুলোর উৎপত্তি আন্তনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে থাকা হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশনের মাধ্যমে। কিন্তু অচিরেই তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণ করেন ডাচ পদার্থবিদ জেকব ক্লে। তাঁর করা এক্সপেরিমেন্টে চৌম্বকক্ষেত্রের উপস্থিতিতে মহাজাগতিক রশ্মিদের বেঁকে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো এলেই যদি গামা বিকিরণ হতো, তাহলে চৌম্বকক্ষেত্র বা তড়িৎক্ষেত্রের উপস্থিতিতে এগুলোর গতিপথ সামান্যতম পরিবর্তন হতো না। শুধু চার্জিত কণাদের গতিপথই এগুলোর উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

আধুনিক যুগে এসে বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির গঠন রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছেন। এগুলোর সিংহভাগ গঠিত হয় ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটনদের নিয়ে। শতকরা হিসাবে এগুলোর উপস্থিতি প্রায় ৮৯ ভাগ। পাশাপাশি এতে শতকরা ১০ শতাংশের কাছাকাছি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব থাকে। বাকি এক ভাগ অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন হতে পারে এই মহাজাগতিক কণারা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আঘাত করা কণাগুলোর শক্তির মান হতে পারে ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের সমান। একটু তুলনা করলে এই শক্তির মানের মাহাত্ম্যটা বুঝতে সহজ হবে। এখন পর্যন্ত মানুষের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী কণাত্বরক যন্ত্রের নাম লার্জ হ্যাড্রন কলাইডর। বিজ্ঞানীরা সেখানে প্রোটন কণাদের শক্তি সর্বোচ্চ ৬.৫×১০১২ ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত উন্নীত করতে পেরেছেন। মহাজাগতিক প্রোটনদের সমান শক্তির পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ।

চেরেনকভ ডিটেক্টর

আচ্ছা, একটু ভাবুন তো, প্রচণ্ড শক্তিশালী এসব মহাজাগতিক কণাদের উৎস কী? প্রকৃতির কোন ভয়ংকর শক্তিশালী পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর থেকে এগুলোর আবির্ভাব? আধুনিক যুগে এসেও প্রশ্নগুলোর নিশ্চিত কোনো উত্তর নেই বিজ্ঞানীদের কাছে। মহাজাগতিক রশ্মির মূল উৎস হিসেবে অনেকেই সূর্যের নাম প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু এটি মোটেই সত্য নয়। ১৯১২ সালের বেলুন এক্সপেরিমেন্টের সময়েই ভিক্টর হেস এ সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে গেছেন। তখন প্রায় পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণের সময়েও হাজার পাঁচেক মিটার উচ্চতায় মহাজাগতিক কণাদের স্বাভাবিক উপস্থিতি লক্ষ করেন তিনি। যদি এগুলো সত্যি সূর্য থেকে উৎপন্ন হতো, তাহলে পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময়ে অবশ্যই এগুলোর উপস্থিতিতে ভাটা পড়ত। আর বিকিরণের প্রভাবে বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা কমে যেত। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। অবশ্য সূর্য থেকে যে একেবারেই মহাজাগতিক কণা আসে না, তা কিন্তু নয়। শুধু সর্বনিম্ন শক্তির কণাদের উৎস সূর্য। সত্যিকারের উচ্চশক্তির কণাদের উৎস অন্য কোনো ভুবনে। আগেই বলেছি, চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে হরহামেশাই বেঁকে যেতে পারে উচ্চশক্তির মহাজাগতিক কণাদের গতিপথ। এ জন্য এগুলোর আদি ঠিকানা খুঁজে বের করা খুব কঠিন। তবে বিজ্ঞানীদের চেষ্টা থেমে নেই। মহাশূন্য থেকে আসা উচ্চশক্তির গামা বিকিরণগুলোর সূত্র ধরে এই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরা। চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ায় গামা রশ্মির গতিপথ অপরিবর্তিত থাকে। ফলে সহজেই এগুলোর আদি উৎস শনাক্ত করা যায়। এগুলোর অন্যতম উৎস সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষগুলো। এগুলোর অমিত শক্তিশালী প্রাকৃতিক পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর মহাজাগতিক কণাদের আদি উৎস হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এগুলোর বিস্ফোরণের সময়ে উৎপন্ন শক ওয়েভের ধাক্কায় অকল্পনীয় মাত্রায় ত্বরিত হতে পারার কথা কণাদের। বিজ্ঞানীদের এহেন অনুমান সত্য কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।

কণাবৃষ্টির গল্প প্রচণ্ড শক্তিশালী মহাজাগতিক কণারা বহু পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছায়। কিন্তু এই মহাজাগতিক অতিথিদের (!) একরকম দরজা থেকেই বিদায় করে দেয় পৃথিবীর বেরসিক বায়ুমণ্ডল। কারণ, এমনটা না করলে বিলীন হয়ে যেতে পারে গোটা জীবজগৎ। যাহোক, মহাজাগতিক রশ্মি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারায় এগুলো নিয়ে সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বা এগুলো সরাসরি শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। অবশ্য এতে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয়নি বিজ্ঞানীদের। বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিকই এগুলোর নাগাল পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করে ফেলেছেন তাঁরা। আর ধরিত্রীর বুকে হরেক রকম কণাদের বৃষ্টি নামিয়ে সেই কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয় কসমিক রশ্মিরা নিজেই। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই, কীভাবে ঘটে এ ঘটনা।

মহাজাগতিক কণারা (যেমন প্রোটন) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছানোর পর সেখানে আগে থেকেই ওৎপেতে থাকা পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে মহাজাগতিক কণাদের ভেতরে থাকা শক্তি রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে নতুন কণা ও প্রতিকণা। এগুলোও চুপচাপ বসে থাকে না। তৈরি হয়েই সংঘর্ষে জড়ায় বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে। অতঃপর একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে ধাপে ধাপে কণাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে কণাদের গড় শক্তি। এই কণাগুলো বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার পরিধি কতটুকু হবে, সেটি নির্ভর করে মূল মহাজাগতিক কণাটির শক্তির ওপরে। পুরো প্রক্রিয়াটিকে অনেকটা বৃষ্টি নামার মতোই মনে হয়, যেখানে জলর ফোঁটার পরিবর্তে নেমে আসে হরেক রকম কণারা। কণাবৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে পৌঁছানো কণাদের মধ্যে অন্যতম মিউওন। এগুলো আমাদের সুপরিচিত কণা ইলেকট্রনের জাত ভাই। ইলেকট্রনের চেয়ে সামান্য ভারী হলেও চার্জের মান ও প্রকৃতিতে পুরো একরকম। সংঘর্ষের মাধ্যমে খুব কম পরিমাণ শক্তি হারানোয় এগুলো খুব সহজেই ভূপৃষ্ঠ পরযন্ত পৌঁছাতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের লেভেলে পৃথিবীর প্রতি বর্গসেন্টিমিটার এলাকায় প্রতি মিনিটে কমপক্ষে একটি করে মিউওন কণা এসে পৌঁছায়। এ সময়ে এগুলোর গতিবেগ থাকে আলোর বেগের প্রায় ৯৮ শতাংশ। মহাজাগতিক রশ্মির নিশ্চিত আগমনী বার্তা নিয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো মিউওনগুলোকে মেঘকক্ষ বা ক্লাউড চেম্বার ব্যবহার করে খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়। এমনকি ঘরের এক কোনায় পড়ে থাকা কফির পট ব্যবহার করে তৈরি করা ডিটেক্টরের মাধ্যমেই শনাক্ত করা যায় এগুলো।

কণাবৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে পৌঁছানো কণাদের মধ্যে অন্যতম মিউওন। এগুলো আমাদের সুপরিচিত কণা ইলেকট্রনের জাত ভাই। ইলেকট্রনের চেয়ে সামান্য ভারী হলেও চার্জের মান ও প্রকৃতিতে পুরো একরকম। সংঘর্ষের মাধ্যমে খুব কম পরিমাণ শক্তি হারানোয় এগুলো খুব সহজেই ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে গিয়ে মিউওন কণাদের নিয়ে কিছু অদ্ভুত তথ্য শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না। প্রায় আলোর বেগে চলে এগুলো। তাই এগুলোর মধ্যে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রয়োগ। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। মিউওন কণাদের অর্ধায়ুর মান মাত্র ২ দশমিক ২ মাইক্রোসেকেন্ড। এই সময়কাল পেরোলেই এগুলো ক্ষয়প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউট্রিনোতে। প্রচণ্ড বেগে চলার পরেও এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে মিউওনদের খুব বেশি হলে ৬৬০ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারার কথা। অথচ বায়ুমণ্ডলের জন্মস্থান থেকে মাটি পরযন্ত পৌঁছাতে এগুলোর পাড়ি দিতে হয় প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি পথ। তাই স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছানোর অনেক আগেই ক্ষয়ে যাওয়ার কথা এগুলোর। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। দিব্যি অবিকৃত থেকে এগুলো পৌঁছে যায় গন্তব্যে। এমনটা হওয়ার কারণ কী?

আসলে আলোর কাছাকাছি বেগে চলার দরুন এগুলোর ওপরে বেশ ভালো মতোই কাজ করে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত কাল দীর্ঘায়ন নীতি। এই নীতি অনুসারে, পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থান করা পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল মিউওনরা বেঁচে থাকে আরও বেশ খানিকটা সময়। তখন এগুলোর অর্ধায়ুর মান গিয়ে দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩ মাইক্রোসেকেন্ডে। ফলে খুব সহজেই মাটিতে পৌঁছে যেতে পারে এগুলো। এই অদ্ভুত ঘটনাকে চাইলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের দৈর্ঘ্য সংকোচন নীতির মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মিউওনদের অর্ধায়ু অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কমে আসবে ভূপৃষ্ঠ ও মিউওন কণাদের জন্মস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব। পিয়েরে এউগার অবজারভেটরি যাহোক, আবারও ফিরে আসা যাক মহাজাগতিক কণাদের কাছে। এগুলো নিয়ে জোরেশোরে গবেষণা করতে হলে প্রথমেই দুটি মৌলিক তথ্য জানতে হবে। কণাদের গতিপথের দিক এবং এগুলোর শক্তির মান। নিখুঁতভাবে তথ্যগুলো জেনে নেওয়ার দুটি উপায় আছে বিজ্ঞানীদের হাতে। প্রথম উপায়ে আমাদের সোজা চলে যেতে হবে মহাশূন্যে। মহাজাগতিক কণারা বায়ুমণ্ডলের পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগেই জেনে নিতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থিত এএমএস এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ঠিক এ কাজটাই করে চলেছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় উপায়ে আমাদের এত কাঠখড় পুড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভূপৃষ্ঠে বসে খুব ভালোভাবে কণাবৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করলেই জেনে নেওয়া যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলো। অবশ্য এ পদ্ধতিতে একটি বড়সড় ঝামেলা আছে। সাধারণত বিশাল এলাকাজুড়ে নামে কণাবৃষ্টি। অনেক সময়ে এই এলাকার পরিধি কয়েক শ একরের চেয়েও বেশি হতে পারে। এত বিশাল এলাকা একসঙ্গে কাভার করার মতো বিশাল ডিটেক্টর তৈরি করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা কৌশলী হলেন। একটি বিশাল ডিটেক্টরের পরিবর্তে তাঁরা তৈরি করলেন অনেকগুলো ছোট ছোট ডিটেক্টর। তারপর নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে এগুলো বসানো হলো বিশাল এলাকাজুড়ে। প্রতিটি ডিটেক্টর কণাবৃষ্টির একেকটি ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণ করে। ফলে সামগ্রিকভাবে পুরো কণাবৃষ্টির আদ্যোপান্ত জানতে পারেন বিজ্ঞানীরা। এই ডিটেক্টরগুলো দুধরনের হতে পারে। প্রথম ধরনে থাকে বিশেষভাবে তৈরি টেলিস্কোপ। এগুলো কণাবৃষ্টি থেকে উৎপন্ন ফোটনদের শনাক্ত করতে সক্ষম। হেস, ম্যাজিক ও ভেরিটাস এক্সপেরিমেন্টে এমন ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় ধরনে ব্যবহার করা হয় চেরেনকভ ডিটেক্টর। পিয়েরে এউগার অবজারভেটরি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ (এখানে অবশ্য প্রথম ধরনের ডিটেক্টরও ব্যবহার করা হয়)। এখানে প্রায় ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে স্থাপন করে হয়েছে ১ হাজার ৬০০টি ডিটেক্টর। একটি পানির ট্যাংক, একটি সোলার প্যানেল ও একটি অ্যানটেনার সমন্বয়ে তৈরি করা হয় এই ডিটেক্টরগুলো।

মহাজাগতিক বিকিরণ নিয়ে গবেষণা বরাবরই বিজ্ঞানীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে। এগুলো নিয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে শুরু হওয়া গবেষণা এখনো পুরোদমে চলছে। মাঝে বেশ কিছু সফলতাও ধরা দিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। যেমন এগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমেই তাঁরা ১৯৩২ সালে প্রথম খোঁজ পেয়েছিলেন পজিট্রন নামের প্রতিকণার। পরে আরও খোঁজ পাওয়া যায় মিউওন, পায়ন, কেওনসহ বেশ কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার।

মহাকাশযাত্রাকে নিরাপদ করাও মহাজাগতিক বিকিরণ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। কারণ, নভোযানগুলোয় যদি পর্যাপ্ত শিল্ড বা প্রতিরক্ষা স্তর না থাকে, তাহলে শক্তিশালী মহাজাগতিক কণারা সরাসরি আঘাত করতে পারে নভোচারীদের। ফলে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন তাঁরা। আর আমরা জানি, মহাশূন্যে তাঁদের বাঁচানোর জন্য নেই কোনো ধরনের বায়ুমণ্ডল। অবশ্য মহাজাগতিক বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব দেখতে হলে যে মহাশূন্যে যেতে হবে, এমনটা নয়। উড়োজাহাজে ভ্রমণ করা সবার ওপরেই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। সাধারণত উড়োজাহাজগুলো অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। সেখানে বায়ুমণ্ডল পাতলা হওয়ায় সহজেই ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে মহাজাগতিক কণারা। আঘাত হানতে পারে যাত্রীদের শরীরে। এতে অবশ্য খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বিকিরণজনিত ক্ষতির পরিমাণ খুব সামান্য। মানুষের শরীর খুব সহজেই ধাক্কা সামলে নিতে পারে। তবে কেউ যদি উড়োজাহাজের নিয়মিত যাত্রী অথবা পাইলট বা কেবিন ক্রু হন, তাহলে অবশ্যই একটু বাড়তি সতর্ক থাকা উচিত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশনের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হিমালয়ের 'সেনটিনেল' সিকিম: আঞ্চলিক সংযোগ ও কৌশলগত অবস্থানে ভারতের মূলভূমি হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

নয়াদিল্লি, ২২ মে: ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সিকিমকে হিমালয় পর্বতমালায় ভারতের "সবচেয়ে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ" রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সিকিম হল হিমালয়ে ভারতের প্রহরী। এর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।"

শ্রিংলা বলেন, "সিকিম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক সংযোগস্থল। এর উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে চীনের সীমান্ত রয়েছে, পূর্বে ভুটান ও চীনের ত্রিসন্ধি এবং পশ্চিমে নেপাল ও চীনের ত্রিসন্ধি এই রাজ্যের ভূগোল ভারতের বৃহত্তর নিরাপত্তা ও কৌশলগত লক্ষ্যপূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

সিকিমের বার্ষিক প্রতি মাথা আয় ৭ লক্ষ টাকা, যা দেশজুড়ে সর্বোচ্চ। শ্রিংলা বলেন, "পর্বতঘেরা রাজ্য হিসেবে সমতলভূমির অভাব সত্ত্বেও সিকিম প্রমাণ করেছে যে অভিনব উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন সম্ভব।" রাজ্যটি বর্তমানে ১০০ জৈব চাষ, উচ্চতর ফলনশীল উদ্যানচাষ, পর্যটন, এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-এ উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখিয়েছে।

সিকিম এখন একটি প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে, যেখানে ভারতের জি২০ সভাপতিত্বকালে স্টার্টআপ মিটিং-ও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৭ সালের ডোকলাম সংঘাত-এর সময় চীনা সেনা সিকিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভুটানের মধ্য দিয়ে ভারতের ভূখণ্ডের কাছাকাছি চলে এসেছিল। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে শ্রী শৃঙ্খলা বলেন, "এই ঘটনাই প্রমাণ করে, সিকিমে অবকাঠামো উন্নয়ন কতটা গুরুত্বপূর্ণ।"

এই প্রেক্ষিতে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন আসন্ন সেবোক-রংপো রেলপথ প্রকল্পের কথা, যেখানে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ১৪টি সুড়ঙ্গ ও ২২টি সেতু নির্মিত হচ্ছে। তিনি বলেন, "সংঘাতের সময় এই সুড়ঙ্গগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলেও রেলপথ চালু থাকবে।"

শ্রিংলা সিকিমকে দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার-এর সঙ্গে সংযোগকারী হাব হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, সিকিমের ৮,০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ ক্ষমতা বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে, যা বিদ্যুৎ পরিবহনের একটি ছোট ও কার্যকর পথ তৈরি করবে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শ্রিংলা বলেন, "৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ইসলামপন্থীরা পর্দার আড়ালে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে।"

তিনি সতর্ক করে বলেন, "বাংলাদেশে অস্থিরতা আমাদের ওপর বিশেষত সিকিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আদর্শিক, মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদের প্রভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।" অন্যদিকে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও সম্ভাবনাময় বলে মন্তব্য করেন তিনি। নেপালের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ভারতীয় বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করেছে। ভবিষ্যতে এই পরিমাণ ১০,০০০ মেগাওয়াট-এ পৌঁছাতে পারে।

ভুটান ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি 'মাইন্ডফুলনেস সিটি' গড়ে তুলতে চায়, যা সিকিমের সঙ্গে যমজ শহর প্রকল্পে যুক্ত হয়ে একটি একীভূত অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করতে পারে।

শ্রিংলা জানান, ২০১৪ সাল থেকে মোদী সরকারের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি এবং উত্তর-পূর্ব উন্নয়নের বিশেষ বরাদ্দ সিকিমের অগ্রগতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। "পররাষ্ট্রনীতি শুরু হয় নিজের প্রতিবেশ থেকে। আপনি যদি নিজের আশেপাশে সম্পর্ক ঠিক না করেন, তাহলে বাইরের সঙ্গে কিছুই ঠিকঠাক করতে পারবেন না," বলেন শ্রিংলা।

ভারতের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিকিমের এই উন্নয়নযাত্রা প্রমাণ করে যে, কার্যকর নীতি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা থাকলে পর্বতশ্রেণীর মাঝেও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি সম্ভব।

সিকিম আজ শুধু একটি রাজ্য নয় এটি ভারতের পূর্বদিকের দরজা, যেখান থেকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর সংহতির দিশা তৈরি হতে পারে।

গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের নিচে দিনের আলোয় সশস্ত্র ছিনতাই, দুই মহিলা গ্রেফতার

গুয়াহাটি , ২২ মে: গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের নিচে দিনের আলোয় ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ছিনতাইয়ের ঘটনা। দুই মহিলা একটি ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে একজন যুবক শ্রমিকের কাছ থেকে নগদ ১৮,০০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনাটি ঘটার পরই ডিসপুর থানার পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

ভুক্তভোগী সাহিল বাসফোর, যিনি কাজের খোঁজে তিনসুকিয়া থেকে গুয়াহাটি এসেছিলেন, জানান যে অভিযুক্ত জনমনি বেগম প্রথমে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের ছলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে ফ্লাইওভারের নিচে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে আগেই ওঁত পেতে ছিল অপর অভিযুক্ত, আমিনা বেগম।

দুজন একত্রে সাহিলকে ঘিরে ফেলে এবং ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তার কাছে থাকা টাকা দাবি করে। আতঙ্কিত সাহিল বাধ্য হয়ে ১৮, ০০০ টাকা তাদের হাতে তুলে দেয়।

ডিসপুর থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়েই তৎপরতা শুরু করে এবং রাতের অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জনমনি বেগম (মাঙ্গলদই-এর বাসিন্দা) ও আমিনা বেগম (চয়গাঁও-এর বাসিন্দা)-কে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুবাহাটীবাসীর মধ্যে চরম নিরাপত্তা-চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব গুয়াহাটির অপরাধ বিভাগের ডেপুটি কমিশনার জানান, 'আজ শুধু মহিলারাই নয়, পুরুষরাও আর গুয়াহাটি শহরে নিরাপদ নন।' তিনি আরও বলেন, ব্যস্ত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের নিচের এলাকাটি সাধারণত মানুষের ভিড়ে মুখরিত থাকে। এখন সেই এলাকায় পুলিশ টহল আরও বাড়ানো হয়েছে এবং শহরের প্রধান ট্রানজিট পয়েন্টগুলিতে নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

মণিপুরে সাংবাদিকদের প্রতি নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি: তীব্র নিন্দা জানাল ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন

ইমফল, ২২ মে: মণিপুরে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হয়রানির ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। গত ২০ মে ইমফল পূর্ব জেলার গওলতাবি চেকপয়েন্টে ৪র্থ মহা রেজিমেন্টের নিরাপত্তা কর্মীরা একটি সরকারি পরিবহন বাসে যাত্রারত একদল অনুমোদিত সাংবাদিককে "মণিপুর রাজ্য পরিবহন" লেখা লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়। ঘটনাটিকে 'অগ্রহণযোগ্য ও উদ্বেগজনক' বলে মন্তব্য করেছে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন।

জানা যায়, সাংবাদিকদের দলটি ডিরেক্টোরেট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস -এর ব্যবস্থাপনায় উখরুলে অনুষ্ঠিত শিরুই লিলি উৎসব কাভার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর এমন আচরণের প্রতিবাদে তারা মাঝপথেই সংবাদ কভারেজ বাতিল করে ইমফল ফিরে আসেন।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন সভাপতি গীতার্থ পাঠক বলেন, "এই ঘটনা শুধু সাংবাদিকতার স্বাধীনতার উপর আঘাত নয়, বরং মণিপুর রাজ্যের সার্বভৌমত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলে। নিজের রাজ্যের পরিচয় গোপন করতে বাধ্য করা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী।"

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এই ঘটনাকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করে জানিয়েছে, এ ধরনের কাজ সংবাদপত্রের স্বতন্ত্রতা ও তথ্য পাওয়ার অধিকারকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন-র সেক্রেটারি জেনারেল ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাবিনা ইন্দেরজিত বলেন, "মণিপুরে সাংবাদিকদের হয়রানির এই ঘটনা একটি চিন্তাজনক প্রবণতার অংশ, যা সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর উচিত সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।"

এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে অল মণিপুর ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়ন, এডিটরস গিল্ড অফ মণিপুর, উখরুল জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন, ও সাংসদ অঙ্গোমচা বিমোল আকোজাম।

জনমতের চাপে মণিপুর সরকার ২১ মে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও দ্রুত ও স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করেছে যাতে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছে, এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশেষত সংবেদনশীল অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে যেন কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়, তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ইসরায়েলের দাবি: হিজবুল্লাহর রাদওয়ান ফোর্সের কমান্ডারকে ড্রোন হামলায় হত্যা

বৈরুত, ২২ মে: ইসরায়েল দাবি করেছে, দক্ষিণ লেবাননের ইয়াটার এলাকায় এক ড্রোন হামলায় হিজবুল্লাহর রাদওয়ান ফোর্সের একজন শীর্ষ কমান্ডারকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী নিহত কমান্ডারের নাম প্রকাশ করেনি।

অন্যদিকে, লেবাননের সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তি একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন, যিনি হামলার সময় নিজের বাড়ি থেকে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করছিলেন।

এর আগে, দক্ষিণ লেবাননের টাইর অঞ্চলে আরেকটি ড্রোন হামলায় ইসরায়েল হোসেন নাজিহ বারজি নামক এক হিজবুল্লাহ সদস্যকে হত্যা করার দাবি করেছিল। ইসরায়েলের মতে, বারজি হিজবুল্লাহর অস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে চলমান উত্তেজনার মাঝে এই হামলাগুলো ঘটেছে। রাদওয়ান ফোর্স হিজবুল্লাহর একটি এলিট কমান্ডো ইউনিট, যাদের ভূমিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সীমান্ত চক্রান্ত ও হামলায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

যদিও ইসরায়েল এধরনের অভিযানে 'টার্গেটেড কিলিং' কৌশলকে ব্যবহার করছে, লেবানন থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন বেসামরিক হতাহতের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই ঘটনাগুলোর সত্যতা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার সীমান্ত সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফেরাতে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আবারও এ অঞ্চলের দিকে ফিরেছে।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন সাংসদ ফ্যাংনন কোন্যাক

নাগাল্যান্ড, ২২ মে: রাজ্যসভার সাংসদ ও নাগাল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী এস. ফ্যাংনন কোন্যাক-কে নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়-এর মনোনয়নের ভিত্তিতে এই নিয়োগ কার্যকর হয়।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা হিসেবে কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই নিয়োগের ফলে ফ্যাংনন কোন্যাক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণে সরাসরি ভূমিকা পালন করতে পারবেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে ১৯৮৯ সালের নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় আইন-এর কাঠামোর অধীনে

SHORT PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26
Dt. 19-05-2025

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate /-item-rate e-tender in single bid/ two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors Eirms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD/Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No: 01/SE-V/PWD(R&B)/AMB/ 2025-26	Rs. 96,43,622.00	Rs.1,92,872.00	180 (One Hundred Eighty) days
2.	DNIT No: 02/SE-V/PWD(R&B)/AMB/ 2025-26	Rs. 99,55,237.00	Rs. 1,99,105.00	180 (One Hundred Eighty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 03/06/2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 03/06/2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/662/25

(Er. Bhrigu Debbarmay
Executive Enginee Ambassa Division,
PD (R & B) Ambassa, Dhalai Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 05/06/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Major Repair of 5 (Five) nos. School under Bokafa and Hrishyamukh Block, South Tripura District for the year 2024-25 under Samagra Shiksha at Elementary Level. DRAFT NIT NO: 14/EE/ENGG CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 18/EE/ENGG CELL/Samagra/2025-26	Rs. 15,00,000.00	Rs. 30,000.00	4 (Four) months	Up to 3PM 05/06/2025	At 04/06/2025 Hrs on 11 A.M.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/670/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 05/EE/WRD-II/2025-2026 Dated 19-05-2025.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No: 15/EE/WRD-II/ 2024 -25	₹ 11, 48,160.00	₹ 22, 963.00	24 (Twenty foure) months.	₹1,000.00
2	DNIT No: 16/EE/WRD-II/ 2024 -25	₹ 9, 49,440.00	₹ 18, 989.00	24 (Twenty foure) months	₹1,000.00
3	DNIT No: 17/EE/WRD-II/ 2024 -25	₹ 11, 17,440.00	₹ 22, 349.00	24 (Twenty foure) months	₹1,000.00

Last Date of bidding for bids 02-06-2025 upto 15.00 Hrs. Opening of Bid on 02-06-2025 at 15.30 Hrs. If possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 661/25

(Er. Parimal Debnath)
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 02/Div-II/AMC/2025--26 Dated:- 17-05-25

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No. 12/Div-II/AMC/2025-26	Rs.28,38,525.00	Rs.56,771.00	120 (One hundred twenty) days
2	DNIeT No. 13/Div-II/AMC/2025-26	Rs.6,26,599.00	Rs.12,532.00	90 (Ninety) days
3	DNIeT No. 14/Div-II/AMC/2025-26	Rs.5,63,103.00	Rs.11,262.00	90 (Ninety) days
4	DNIeT No. 15/Div-II/AMC/2025-26	Rs.10,23,336.00	Rs.20,467.00	90 (Ninety) days
5	DNIeT No. 16/Div-II/AMC/2025-26	Rs.38,53,878.00	Rs.77,078.00	120 (One hundred twenty) days
6	DNIeT No. 17/Div-II/AMC/2025-26	Rs.3,22,019.00	Rs.6,440.00	60 (Sixty) days
7	DNIeT No. 18/Div-II/AMC/2025-26	Rs.5,01,500.00	Rs.10,030.00	60 (Sixty) days
8	DNIeT No. 19/Div-II/AMC/2025-26	Rs.3,90,619.00	Rs.7,812.00	60 (Sixty) days
9	DNIeT No. 20/Div-II/AMC/2025-26	Rs.15,63,186.00	Rs.31,264.00	120 (One hundred twenty) days
10	DNIeT No 21/Div-II/AMC/2025-26	Rs.10,09,325.00	Rs.20,187.00	90 (Ninety) days
11	DNIeT No. 22/Div-II/AMC/2025-26	Rs.7,59,620.00	Rs.15,192.00	90 (Ninety) days

Last date and time for document downloading/bidding: **06-06-2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) for Supply of Office Stationeries and other related official items for the financial Year 2025- 2026 under Dasda RD. Block North Tripura from local registered traders/Co-operative & other eligible bidders/suppliers who have experience to supply the stationery articles to the different Govt. offices and autonomous bodies as per items listed in "Annexure-A". The details of items, terms & conditions and specification are available in the office of the BDO, Dasda R.D Block and the interested bidders may inspect these documents by visiting the office of the undersigned up to 05-06-2025 (during office hours only except holidays).
The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The earnest money in the shape of D-Call of Rs.5000/-(Rupees Five thousand) only shall be deposited in favour of the Block Development Officer, Dasda RD. Block, North Tripura District, Payable at Dasda from any Nationalized Bank of and the same D-Call should be attached with their quotation.
The tender box will be kept opened for dropping of Tender by the intending Tender in the office chamber of the undersigned from 20-05-2025 to 05-06-2025 during office hour (i.e 10 AM to 5 PM) except Govt. holidays and the Box will be opened on the last day at 3.00 PM (if possible) in presence of the bidders/authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the quotation. If the last date of Tender dropping/opening of Tender paralyzed due to any unforeseen reason, the next working day will be the last date of dropping/opening of Tender Box.

SL. No.	Particulars	EMD	Enclosures
1	2	3	4
1.	Office Stationeries and other related official items (Enclosed in Annexure-A with this SNIQ)	Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand) only.	Attested photo copy of Valid Shop/Store Registration Certificate, GST Registration, PAN Card, Trade License, Adhaar Card, Voter ID Card, Up-to-date Bank Pass Book. (With out enclosures bid will not be accepted).

ICA/C- 659/25

(Awmpuia Darlong, TES)
Block Development Officer Dasda
R.D. Block, North Tripura.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 04/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Construction of Primary Rural market at North Brajapur, Bishalgarh under Sepahijala District. (Total 03 Units) (7th Call), SOR 2017. (01/SE/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	Rs. 36,37,489/-	Rs. 72,750/-	Up to 04/06/2025 AT 2.00 PM	On 04/06/2025 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/673/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West) for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

PNIET No: 24/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 16/05/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Maintenance of Rajbhavan during the year 2025-26/SH: Maintenance of furniture, polishing, view cutter, enclosure, painting and maintenance of submersible in the Rajbhavan under Capital Complex Sub-Division No-I, PWD, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIET No: 24/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost: 9,70,591.00, Earnest Money: 19,412.00 and Time for completion: 90 (ninety) days
Last date & time for online Bidding: 30/05/2025 upto 3:00 PM
ICA/C/676/25

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দেহের মৃত কোষ সরিয়ে ফেলবে আবার রোমের ঘনত্ব কমিয়ে আনবে

কেতাদুরস্থ পশ্চিমী পোশাক পরতে ভালবাসেন। কিন্তু দেহের অবাঞ্ছিত রোম এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের জন্য তা পরার সাহস দেখাতে পারেন না। রোম পরিষ্কার করার জন্যে নিয়মিত ওয়াক্স করাতে হয়। আর ত্বকের জেল্লা ফেরাতে নিয়মিত স্ক্রাব। কিন্তু মুশকিল হল, ব্যস্ত রুটিন থেকে সময় বার করে এত কিছু করাবেন যে সে সময় কোথায়!

আচ্ছা, এমন কিছু কি রয়েছে যা গায়ে ঘষলে মরা কোষও উঠে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে? যাঁরা রূপচর্চা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁদের মতে, এমন কিছু স্ক্রাব রয়েছে যা ব্যবহারে এই দুই সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

১) চিনির স্ক্রাব-গায়ে মাখার যে কোনও তেলের সঙ্গে চিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের জেল্লা যেমন ফিরে আসে, তেমনই রোমের ঘনত্ব কমতে থাকে। ২) কফির স্ক্রাব -বৃষ্টি বাদলাতে মাঝে মধ্যেই কফির কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে। সেই কফিই নারকেল তেলের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ সারা দেহে মেখে রেখে দিন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ, ছোপ সরিয়ে ফেলতে এবং রোম তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান।

৩) ওটমিল স্ক্রাব- টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার সারা গায়ে মেখে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের জেল্লা ফিরে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে।

৪) সৈন্ধব লবণের স্ক্রাব-চিনির বদলে তেলের সঙ্গে মেশানো যায় সৈন্ধব লবণও। একই ভাবে কাজ করবে।

৫) চাল গুঁড়োর স্ক্রাব- কোরিয়ান প্রসাধনীর অন্যতম একটি উপাদান হল চাল বা ভাত। টক দইয়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে নিন স্ক্রাব। ত্বক থেকে ট্যান তুলতে এবং রোমের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ।

হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে চুলের সমস্যা সমাধান করা যায়

ঘরের আনাচ-কানাচে, শৌচাগারের মেঝেতে, এমনকি রান্না করা খাবারের মধ্যেও চুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার চুল আর কিছুতেই মাথায় থাকছে না। ইতিমধ্যেই নানা রকম তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহার করে দেখেছেন। সে সব মেখে কোনও কাজই হয়নি। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে, চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই স্পা করান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সহজেই চুলের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা যায়। ১) মধু-চুলের আর্দতা বজায় রাখে এবং হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে মধু। রুক্ষ, ডগাফাটা চুলের যত্নে মধু ব্যবহার করাই যায়।

২) নারকেল তেল-ডগা ফাটার সমস্যায় দারুণ উপকারী নারকেল তেল। তা ছাড়া মাথার ত্বকে কোনও প্রকার সংক্রমণ হলে, তা-ও রোধ করতে পারে এই তেল। ৩) অ্যাভোকাডো-চুলে আর্দতা বজায় রাখতে, চুলকে আরও মসৃণ করে তুলতে সাহায্য করে। চুলে জেল্লাও বজায় রাখে অ্যাভোকাডো। ৪) ডিম- প্রোটিন এবং বায়োটিন এই দু'টি উপাদান চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমে এই দু'টি উপাদানই রয়েছে। চুলের গোড়া মজবুত করার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে ডিম। ৫) কর্নফ্লাওয়ার-শ্যাম্পু করার পরেও মাথার ত্বক তেলতেলে হয়ে যাচ্ছে? এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে কর্নফ্লাওয়ারে। চুলের জন্য ঘরোয়া কোনও প্যাকে মেশাতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার। অথবা কোথাও বেরোনোর আগে চুলের তেল কাটাতে পাউডারের মতো মাথায় ব্যবহার করতে পারেন। ৬) দই-মাথার ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য রক্ষা করে দই। চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে দই।-৭) কলা খুশকি দূর করতে সাহায্য করে এই ফল। চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে কলা দিয়ে মাস্ক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে কোনও তিনটি বেছে নিন। এ বার সেগুলি ভাল করে মিশিয়ে নিন। কিন্তু এই মিশ্রণ চুলে মাখার আগে চুল ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি। যে কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভাল করে ধুয়ে নিন। তোয়ালে দিয়ে খানিক ক্ষণ জড়িয়ে রাখুন। আধ শুকনো অবস্থায় এই মিশ্রণ মাথার ত্বক থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিন। ২০ থেকে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। তবে খেয়াল রাখবেন মাথার ত্বকে বা চুলের মধ্যে এই মিশ্রণের কোনও অংশ যেন আটকে না থাকে।

টক দই, আচার, পান্তা খেয়েই পেটের রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন

খেতে ভাল লাগে কিন্তু, অম্বলের ভয়ে দক্ষিণী খাবার খেতে পারেন না মোটে। সেই একই ভয় কাজ করে পান্তা খাবারের ক্ষেত্রেও। খেলেই গলা-বুক জ্বালা, মুখের ভিতর টক হয়ে দাঁত সুড়সুড় করে অনেকের। অথচ স্বাদ বাড়িয়ে তোলার জন্যে ইচ্ছে করেই কিছু খাবার মজাতে দেওয়া হয়। এই খাবার মজানো আসলে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। যা শুধু খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে না। দীর্ঘ দিন ধরে খাবার সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রদেশে এই জাতীয় খাবার খাওয়ার চল রয়েছে। যাতে খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয় তাই প্রাচীনকালে তা মজিয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন এই ধরনের খাবার খেলে পেটে অম্লত্বের পরিমাণ বেড়ে যায়। তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে এই ধরনের খাবার যে কোনও উপকার করে না তা-ও নয়। শারীরবৃত্তীয় নানা কার্যকলাপের সঙ্গে অন্ত্রের যোগ রয়েছে। সামগ্রিক শরীর ভাল রাখতে অন্ত্রের থাকা ব্যাক্টেরিয়াগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই মজানো খাবারগুলি। মজানো খাবার খেলে কী কী উপকারে লাগে? ১) অন্ত্রের মধ্যে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে দই, ধোকলা, ইডলি, দোসাজাতীয় খাবার। ২) খাবারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন যৌগ যেমন আয়রন, জিঙ্ক শোষণ করতে সাহায্য করে।৩) মজানো খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক হিসাবেও কাজ করে এই খাবারগুলি।

চকলেটও ওজন কমাতে পারে

যদি পরিমিত চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করা হয় তবে বাড়তি ওজন কমতে পারে। চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ ওজন কমাতে সহায়তা করে বলে জানা যায় সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। সাধারণত ডার্ক চকলেট স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মিল্ক চকলেট কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানার জন্যই পর্যবেক্ষণ চালায় 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন্স হসপিটাল'য়ের গবেষকরা। নারীদের ওপর গবেষণা 'জার্নাল অব দ্যা ফেডারেশন অব আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি'তে প্রকাশিত এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয়, দিনে বিভিন্ন সময় ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স) চকলেট খাওয়া মেনোপোজের আগে বিপাক বাড়াতে সহায়তা করে। অংশগ্রহণকারী ১৯ জন নারীকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়। এক দল সকালে, অন্য দল রাতে চকলেট খান এবং শেষ দলটি কোনো রকম চকলেট খায় না। তবে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনিক খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনেনি। এই পরীক্ষা ১৪ দিন ধরে চলে। চকলেট ওজন বাড়ায় না গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ দিন চকলেট খাওয়া পর অংশগ্রহণকারীদের ওজন বাড়েনি না। সুতরাং ওজনের বৃদ্ধির পেছনে চকলেটকে দায়ী করা অপ্রাসঙ্গিক। নারী স্বাস্থ্যের ওপর চকলেট ইতিবাচক ভূমিকা রাখে গবেষণায় দেখা গেছে, সকাল ও রাতে চকলেট খাওয়া দুই দলের অংশগ্রহণকারীদেরই ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং মিষ্টি খাওয়ার চাহিদা কমায়। রাত ও দিনে চকলেট খাওয়ার পার্থক্য

রাত বা দিন দুই সময়ই চকলেট খাওয়া ক্যালরি কমায়। তবে রাতে চকলেট খাওয়া দিনের তুলনায় দ্বিগুণ ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে বলে জানানো হয় এই গবেষণায়। কারণ সকালে চকলেট খাওয়ার দল গড়ে ১৫০ এবং রাতে চকলেট খাওয়া দল ৩০০ ক্যালরি খরচ করতে পেরেছিল। রাতে চকলেট খাওয়া দলের অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিশ্রম ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোমড়ের মাপ ১.৭ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ঘুম চক্র স্বাভাবিক থাকে বলে দেখা যায় গবেষণায়। অন্ত্রের কার্যক্রম- চকলেট খাওয়ার ফলে অন্ত্রের 'মাইক্রোবাইওটা'র কার্যকারিতা বাড়ায় যা ক্ষুধা, গুরুত্বপূর্ণ 'কিন্তু' খাদ্যাভ্যাসে চকলেট যোগ করার আগে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। নারীদের ওজন কমাতে চকলেট সহায়তা করে ঠিকই। তবে এতে ব্যবহৃত চকোলেটের ক্যালরির পরিমাণ প্রায় ৫৪২। তাই চকলেট খাওয়ার ক্ষেত্রে ৩.৫ আউন্স আপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশি হবে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রান্নার ভুলে পুষ্টি নষ্ট

খাবার থেকে শরীরে ঢোকে পুষ্টি। এই খাবারের জন্যই নানা আয়োজন। কাটাকাটি, ধোয়া তারপরে কড়াইতে মশলার সঙ্গে রান্না করা। আর এর প্রতিটি ধাপ শেষ হয় ভুলের মাধ্যমে। যার ফলে এই খাবার যখন প্লেটে পৌঁছায় তখন আর তেমন পুষ্টি থাকে না। যা খেয়ে অনেক সময় বিপদেও পড়তে হয়। এবার জেনে নেয়া যাক ভুলগুলো কোথায় কোথায় - সবজি কাটা ও ধোয়া সচরাচর সবজি খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে রান্নার আগ পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। যেসব সবজির খোসা ছাড়াতে হয় না এদেরও বোটার দিক থেকে কেটে ভিজিয়ে রাখার চল আছে। অনেকে আবার ময়লা, বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের বিষমুক্ত করার জন্য ভিজিয়ে রাখেন। কিন্তু এই ভিজিয়ে রাখার ফলে সবজির ভিটামিন বি এবং সি-এর প্রায় ৪০ শতাংশ বের হয়ে যায়। পুষ্টিবিদরা বলেন, সবজি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। তাতে কিছুটা ভিটামিন গেলে যাবে। তবে সবজি বড় করে কাটলে এবং কাটার পর না ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে নিলে ভিটামিনের অনেকটাই রক্ষা পায়। ফাইবার ও পুষ্টির কথা ভাবলে সবজির খোসা না ছাড়ানোই ভাল। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল বা মেদে যারা ভুগছেন তাদের জন্য তো অবশ্যই। তবে বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের জন্যই তা করা যায় না। এক্ষেত্রে পাতলা করে খোসা ছাড়াতে পারেন, তাতে দু'দিকই রক্ষা পাবে। তেলের ধোঁয়া- অনেকের ধারণা গরম কড়াইতে তেল দেওয়ার পর যতক্ষণ না ধোঁয়া ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ বা সবজি কিছুই দিতে নেই। এটি ভুল ধারণা। বেশি সময় নিলে তেল ভেঙে ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে উড়ে যায় এর উপকারি ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন। আর তৈরি করে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস নামের ক্ষতিকর উপাদানও। যা হাই কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, স্ট্রোক, অ্যালঝাইমার, ক্যান্সার ইত্যাদি জটিল রোগ সৃষ্টির কারণ। ধোঁয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদ

ধোঁয়ায় সৃষ্টি হওয়া ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস যা রান্নার সময় শরীরে ঢোকে। এর হাত ধরেই শুরু হয় হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো নানা রোগ। এছাড়া হাঁপানি রোগীর সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। তাই কড়াই গরম করে তেল দিন। তেলের ধোঁয়া বেরনোর আগেই সবজি, মাছ, মশলা আর যা দেওয়ার দিয়ে ঢেকে দিন। এতে ক্ষতিকর ধোঁয়ার হাত থেকে শরীর যেমন বাঁচবে তেমনি পুষ্টিও থাকবে অটুট।

ভাজায় যত দিক ছাঁকা তেলে ভাজলে খাবারের ভিটামিন ও প্রোটিন যেমন কমে তেমনি বাড়ে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাট, ওজন ও অপুষ্টি। এর ফলে হাইপ্রেশার, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে। পোড়া তেলে ভাজলে অ্যালডিহাইড নামে জৈব রাসায়নিকের প্রভাবে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেশার, লিভারের রোগ, অ্যালঝাইমার, পার্কিনসনিজমের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। পুষ্টিবিদরা বলেন, স্বাদের খাতিরে সপ্তাহে এক-আধবার তেলে ভাজা অল্প করে খেতেই পারেন। তবে স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে ছাঁকা তেলে না ভেজে কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ভাজুন, যাকে বলে শ্যালো ফ্রাই। মুচমুচে ভাজা খেতে চাইলে কিনে নিন এয়ার ফ্রায়ার। এতে বিনা তেলে আলু, বড়া ইত্যাদি সুন্দর ভাজা যায়।

পোড়া তেল নিয়েই যত সমস্যা অনেক সময় কড়াই কাছিয়ে তেল রেখে দেওয়া হয় পরের রান্নার জন্য। অথবা যে তেলে মাছ, সবজি বা অন্য কিছু ভাজা হয়, পরের রান্নাগুলোতে দেওয়া হয় সেই তেল। এভাবে বার বার গরম হতে হতে পোড়া তেলে ক্ষতির মাত্রা অধিকহারে বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পোড়া তেল আর একবার ব্যবহার করা যাবে কি না তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন কোন তেলে কত তাপমাত্রায় ভাজা হয়েছে, তেল কতক্ষণ গরম হয়েছে ও ঠান্ডা হওয়ার পর কীভাবে তাকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি।

হার্ট অ্যাটাকের যে উপসর্গ অনেকেরই অচেনা

সাধারণ কয়েকটি উপসর্গ ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের রয়েছে ভিন্ন একটি লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)'র জরিপ অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় আট লাখ পাঁচ হাজার মানুষ হার্ট অ্যাটাক'য়ের শিকার হন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন।

হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ চিন্তা করলে মাথায় আসে বুক ব্যথা, দম আটকে আসা, মাথা হালকা অনুভব করা, দুর্বল অনুভব করা এবং পুরো হাতে অস্বস্তি অনুভব করা।

সিডিসি'র পাঁচটি সাধারণ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মধ্যে এর সবগুলোই আছে। তবে আরেকটি লক্ষণ সম্পর্কে জানিয়েছে সংস্থাটি যা মানুষ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে চেনেন না। অধিকাংশ মানুষের অজানা এই লক্ষণ হল চোয়াল, ঘাড় কিংবা পিঠে আকস্মিক ব্যথা কিংবা অস্বস্তি অনুভব করা। এই উপসর্গ অনেক 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের শিকার ব্যক্তির মাঝে দেখা গেলেও তা মানুষের মাঝে পরিচিত নয়। এছাড়াও কোনো কারণ ছাড়াই ক্লান্তি, বমিভাব ও বমি ইত্যাদিও 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের লক্ষণ বলে জানায় সিডিসি। সংস্থাটির দাবি "নারীদের মাঝেই এই উপসর্গগুলো দেখা যায় বেশি।" বেস্টলাইফঅনলাইন ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'টেক্সাস এঅ্যান্ডএম কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি'র আওতাভুক্ত 'সেন্টার ফর ফেইশল পেইন অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন'য়ের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক স্টিভেন বেন্ডার বলেন, "অনেকে সময় 'হার্ট অ্যাটাক' কিংবা অন্য কোনো হৃদরোগের সমস্যা অনুভূত হয় চোয়াল, দাঁত কিংবা ঘাড়ে। শুধু যে বাম পাশেই হবে তা নয়, ডান পাশেও লক্ষণগুলো দেখা দেওয়া সম্ভব। আর নারীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাই বেশি।"

"এই উপসর্গগুলো একটানা ভোগাবে এমন নয়। রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ব্যথা যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে পারে। যেমন অনেক রোগী বলেন মাঝেমাঝেই গ্যাস কিংবা বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে সেটা যে হৃদরোগের কিংবা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তা কেউ চিন্তাও করেন না।" এই বিষয়ে 'বিহেভিওরাল রিস্ক ফ্যাক্টর সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সার্ভে' করে সিডিসি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। ২০০৫ সালের ওই জরিপে মোট ৭১,৯৯৪ জন রোগীর তথ্য বিবেচনায় আনা হয়। এর মধ্যে মাত্র ৪৮ শতাংশ মানুষ জানতেন চোয়াল, ঘাড় আর পিঠ ব্যথার সঙ্গে 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের যোগাযোগ সম্পর্কে।

বোর্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যানাটমিক প্যাথলজিস্ট' মেলিসা কনর্যাড স্টপলার বলেন, "চিকিৎসকদের এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। হার্ট অ্যাটাকয়ের ব্যথা শুধু বাম নয় দুই হাতেই ছড়িয়ে যেতে পারে। আবার চোয়াল, মাথা কিংবা পিঠের দিকেও যেতে পারে। আর এই ব্যথাগুলো যখন হচ্ছে তখন বুক ব্যথা নাও থাকতে পারে।"

সিডিসি'র এই জরিপে আরও জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক'য়ের যে লক্ষণ সম্পর্কে মানুষ সবচাইতে বেশি সচেতন তা হল দম আটকে আসা। ৯৩ শতাংশ মানুষ এ সম্পর্কে জানেন। ৬২ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন শারীরিক দুর্বলতা, মাথা ঘোরানো, জ্ঞান হারানো ইত্যাদি হার্ট অ্যাটাক'য়ের উপসর্গ সেটা তারা জানেন। হাত ও কাঁধে ব্যথা হওয়া দুশ্চিন্তার বিষয় এটা জানেন ৮৫ শতাংশ। আর বুক ব্যথার সঙ্গে 'হার্ট অ্যাটাক'য়ের সম্পর্কের ব্যাপারে জানেন ৯২ শতাংশ।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন'য়ের মতে, উপসর্গ দেখে 'হার্ট অ্যাটাক' কি-না তা নিশ্চিত হতে না পারাটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। তবে যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ হওয়া এবং সেই সন্দেহের ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই জরুরি। এই ক্ষেত্রে পুরুষ অবহেলা করেন বেশি নারীদের তুলনায়। শারীরিক সমস্যার লক্ষণগুলোতে তারা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কম। মনে রাখতে হবে, যত দ্রুত রোগের লক্ষণ শনাক্ত করে চিকিৎসা নিতে যাবেন ততই সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি হবে।

ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় এই পাঁচ কারণেই

কার কখন মৃত্যু হবে কেউ জানেনা। মৃত্যু বলে কয়ে আসে না। অনেক সময়ই রাতে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যায়। অনেকেই বলেন, ঘুমের মধ্যে মৃত্যু যেন শান্তির চলে যাওয়া। কিন্তু তাই কি? ঘুমের মধ্যে ঠিক কী কী কারণে মৃত্যু হয় জানেন? অনেক ক্ষেত্রে শরীরের মাত্রাতিরিক্ত ওজন, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অন্যান্য বেশ কিছু কারণে মানুষের নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। তবে স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে যা বাড়িয়ে দিতে পারে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি।

একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, স্লিপ ডিসঅর্ডারের এই সমস্যায় হৃদপিণ্ডের ডান এবং বাঁ দিকের ভেন্ট্রিকুলারের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩ কোটি মানুষ 'স্লিপ অ্যাপনিয়া'য় আক্রান্ত। দেখে নেয়া যাক কী কী কারণে ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হয়- ১. হৃগরোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। ২. দম আটকে যাওয়া বেশির ভাগ সময়ই ঘুমের মধ্যে মৃত্যুর কারণ। ৩. স্ট্রোক, ঘুমের মধ্যে বাজে স্বপ্ন দেখেও মানুষের মৃত্যু হয়। ৪. ঘরে কার্বন মনোক্সাইডের প্রভাবেও অনেক সময় ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে।

৫. নাক ডাকার কারণেও মৃত্যু ঘটে। অবজ্ঞা না করে এই ধরনের কোনও সমস্যা থাকলে আগেভাগেই চিকিতসা করান।

আপনার স্ট্রেসের কারন কি ফাস্ট ফুড

আজকের যুগে যুবক, প্রাপ্ত বয়স্ক বা বৃদ্ধ সবারই স্ট্রেস লেভেল আকাশ ছোঁয়া। গতিময় জীবনযাত্রা, কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই হোক স্ট্রেস দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সময় স্বল্পতার কারণে বেশিরভাগ লোকই ফাস্টফুডের আশ্রয় নেয় কারণ এটি সহজেই পাওয়া যায় এবং সুস্বাদুও। কিন্তু আপনি কী জানেন ফাস্টফুড স্ট্রেসের মাত্রা বাড়াতে ভূমিকা রাখে? ফাস্টফুড এবং স্ট্রেস কীভাবে সংযুক্ত তা জেনে নিন - রক্তে শর্করার মাত্রা মেজাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং এসিটাইলকোলিন আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভব এবং আচরণের পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিন, খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। নিউট্রিয়েন্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়, অল্প বয়সি বাচ্চাদের বেশি ওজন ও কম-আয়ের মায়েদের গবেষণায় অংশ নেওয়ার পরে, ফাস্ট-ফুড খাবার এবং উচ্চ-ফ্যাটযুক্ত স্ন্যাকস খাওয়ানো হয়েছিল। ১৬-সপ্তাহের এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ছিল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার করে ওজন বাড়ানো রোধ করা। যখন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কথা আসে, গবেষকরা নারীদের তাদের চাপ সৃষ্টি করার সমস্যাগুলোর সমাধান করার পরিবর্তে, তাদের চিন্তাভাবনাটি বদল করার পরামর্শ দেয় এবং সমস্যাগুলো যখন ভুল হয় তখন নিজেকে দোষ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে একদিবসীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে ট্রাম্পের 'মধ্যস্থতা' দাবি নিয়ে বললেন জন বোল্টন: "এটা শুধুই ট্রাম্পের স্বভাব"

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ২২ মে: সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর মধ্যস্থতার দাবি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, "এটা কিছুই নয়, শুধু ট্রাম্প যা করেন, তাই করেছেন।" ভারতের সংবাদ সংস্থা কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোল্টন বলেন, "ট্রাম্প সবকিছুর কৃতিত্ব নিজে নিতে পছন্দ করেন। এটা কোনোভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে নয়।"

তিনি আরও বলেন, "সম্ভবত ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিও-র সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবে বিশ্বের আরও কিছু দেশ এই পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিল বলেও আমার ধারণা। ট্রাম্প এমন মানুষ, যিনি সবসময় অন্যদের আগেই 'ক্রেডিট' নিতে চান।"

বোল্টনের মতে, ট্রাম্পের এ ধরনের আচরণ অনেকের কাছেই বিরক্তিকর মনে হতে পারে, তবে ভারতকে লক্ষ্য করে কিছু করা হয়নি। "এটাই ট্রাম্পের স্বভাব," মন্তব্য করেন তিনি।

গত ১০ মে, ভারত ও পাকিস্তান স্থল, আকাশ ও জলপথে সমস্ত সামরিক অভিযান বন্ধে সম্মত হয়। এর আগে ৭ মে ভারতের সেনাবাহিনী 'অপারেশন সিন্দুর'-এর মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মোহাম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিন-এর সঙ্গে যুক্ত ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে লক্ষ্যভেদী হামলা চালায়।

এই অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান ড্রোন, ইউএভি ও ভারী কামান ব্যবহার করে সীমান্তে পাল্টা হামলার চেষ্টা চালায়। পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় প্রতিবেশী দেশগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এই উত্তেজনার মধ্যেই হঠাৎ করেই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা এল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তরফ থেকে, যা ভারত বা পাকিস্তান, কোনো দেশের সরকারই দেয়নি।

"এক দীর্ঘ রাতের আলোচনার পর, মার্কিন মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান সম্পূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। দু'দেশের প্রতি শুভেচ্ছা জানাই তাদের 'কমন সেন্স' ও 'গ্রেট ইন্টেলিজেন্স'-এর জন্য," ট্রাম্প লেখেন নিজের টুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে।

ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক প্রভাব খাটিয়েই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত বন্ধ করা গেছে এবং তিনি কাশ্মীর ইস্যুতেও মধ্যস্থতা করতে চান।

ট্রাম্পের এই দাবি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত যে কোনও ইস্যু শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা করা হবে এটি ভারতের দীর্ঘদিনের নীতি।

এক বিবৃতিতে উল্লেখ, "আমাদের অবস্থান স্পষ্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নেই। পাকিস্তান অবৈধভাবে যে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে, সেটির মুক্তিই এখন একমাত্র বিবেচ্য বিষয়"।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, অপারেশন সিন্দুর থেকে শুরু করে ১০ মে যুদ্ধবিরতি পর্য্যন্ত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সামরিক আলোচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও আলোচনার প্রসঙ্গ ওঠেনি।

"এই সময়কালে বাণিজ্য নিয়ে কোনও কথা হয়নি," স্পষ্ট জানিয়ে দেয় এস জয়শঙ্কর-এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রণালয়।

এই ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যক্তিত্ব নির্ভর রাজনীতি কিভাবে বাস্তব পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি একটি কূটনৈতিক সাফল্য হলেও, তা নিয়ে ট্রাম্পের 'নাটকীয়' ঘোষণা কেবল রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ সংশোধনী আইন শুনানিতে "জন্নত" ও "মোক্ষ" প্রসঙ্গ, বিচারপতির রসিক মন্তব্যে কোর্টরুমে হাসির পরিবেশ

নয়াদিল্লি, ২২ মে : বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে টানা তিন দিন ধরে শুনানি চলার পর আজ (বৃহস্পতিবার) মামলার রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শুনানির আজকের দিনের আলোচনায় ধর্ম, দান, এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসযেমন 'জন্নত' (স্বর্গ) ও 'মোক্ষ'নিয়ে বিচারপতি ও আইনজীবীদের মধ্যে রসিক আলোচনাও উঠে আসে, যা কোর্টরুমে এক বিশেষ আবহ তৈরি করে।

এই মামলায় একাধিক আবেদন দাখিল করা হলেও, শীর্ষ আদালত পাঁচটি মূল আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি করছে। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি এজি মাসিহের বেঞ্চ এই শুনানি করছে।

আজকের শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সরকারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নতুন আইন ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহার রোধে কার্যকর ভূমিকা নেবে। অন্যদিকে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল ওয়াকফ আইনকে অসাংবিধানিক বলে দাবি করেন এবং বলেন, "ওয়াকফ হচ্ছে আল্লাহর নামে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা সম্পত্তি, যেটি ফেরত নেওয়া যায় না।"

এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, "অন্য ধর্মেও তো এমন দানের প্রথা আছে, তাই না?" জবাবে সিব্বল বলেন, "অবশ্যই আছে, তবে ওয়াকফ একেবারে পূর্ণ উৎসর্গ, যা ইসলামে জন্নতের প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হয়।" তখন সিজেআই বলেন, "যেমন হিন্দুধর্মে মোক্ষের কথা বলা হয়।" সিব্বল একথা স্বীকার করেন।

এই পর্যায়ে বিচারপতি মাসিহ বলেন, "আমরা সবাই তো স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টায় আছি।" ত্বদ্রভঙ্গদ্রদ্রদ্ব-এ উপস্থিত সবাই তখন হেসে ওঠেন। প্রবীণ আইনজীবী রাজীব ধবন, যিনি আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন, বলেন, "ওয়াকফ শুধু দানের একটি রূপ নয়, বরং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি শক্ত ভিত্তি।"

শেষে প্রধান বিচারপতি গাভাই হেসে বলেন, "প্রত্যেকেই তো জন্নতে যেতে চায়, সেটা বাস্তবে হোক বা না হোক।"

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ওয়াকফ সংশোধনী আইন ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সংজ্ঞা প্রসার এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার নিয়মে পরিবর্তন এনেছে, যা নিয়ে বহু বিতর্ক ও আইনি চ্যালেঞ্জ উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় কী সিদ্ধান্ত দেয়।

রাখাইন করিডোরে ইউটার্ন: সেনাপ্রধানের কঠোর হুঁশিয়ারিতে পিছু হটল ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার

ঢাকা, ২২ মে : মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 'মানবিক করিডোর' তৈরির প্রস্তাব থেকে হঠাৎ করেই পিছু হটেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এই করিডোরকে আখ্যা দেন 'রক্তাক্ত করিডোর' হিসেবে এবং কড়া সতর্কবার্তা জারি করেন অন্তর্বর্তী সরকার ও পররাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে।

সেনাপ্রধান স্পষ্ট জানান, "বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কখনোই সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবে না, এবং কাউকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না।" তিনি আরও বলেন, "জাতীয় স্বার্থ সবার আগে। কোনো পদক্ষেপ রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত।"

এরপরই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানখ যিনি কয়েক সপ্তাহ আগেই ইউনুস কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তঘোষণা করেন, "সরকার এখন পর্য্যন্ত কোনো পক্ষের সঙ্গে রাখাইন করিডোর নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।"

তিনি বলেন, "জাতিসংঘ শুধু জানতে চেয়েছিল যে, বাংলাদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত মানবিক সহায়তা পাঠানো সম্ভব কিনা। আমরা বলেছিবিবেচনা করে দেখব।"

পররাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন গত এপ্রিল মাসে বলেছিলেন, "রাখাইন রাজ্যে সহায়তা পাঠাতে জাতিসংঘ একটি মানবিক করিডোর চায়। সরকার শর্তসাপেক্ষে এ বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।" তবে তিনি সেই শর্তগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ করেননি।

বিরোধী দল বিএনপি ও কিছু বাম দল করিডোরের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভিডিও বার্তায় বলেন, "এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক। দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে না জানিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।"

ঢাকা ট্রিবিউনে প্রকাশিত একটি মতামত নিবন্ধে বলা হয়েছে, "এই করিডোর প্রকল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রস্তাব হলেও, এর বহুমাত্রিক নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে। এটি সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে এবং সামরিক বা গোয়েন্দা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।"

এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত , "এই প্রস্তাব মূলত চীনের ল্যান্ড-টু-সি করিডোরকে আটকাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূকৌশলগত কৌশলের অংশ।"

প্রাক্তন কূটনীতিক মুনশি ফয়েজ আহমদ বলেন, "চীনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই করিডোরে আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে, আমাদের স্পষ্টভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। অন্যথায় আমরা এমন এক ফাঁদে পড়ে যাব, যেখান থেকে বের হওয়া কঠিন হবে।"

বাংলাদেশ বর্তমানে প্রায় ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিচ্ছে, যার মধ্যে ২০২৪ সালে প্রায় ১.১৮ লক্ষ রোহিঙ্গা কক্সবাজার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে। রাখাইনে গৃহযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সামরিক বাহিনীর চাপ ও রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে, অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকার রাখাইন করিডোর থেকে সরে আসার মাধ্যমে স্পষ্ট করল যে, তারা এখনো নিজের অবস্থান সুসংহত করতে পারেনি এবং সেনাবাহিনীর ধৈর্য্যের সীমা পরীক্ষা করতে চায় না।

'ক্যাশ কাউ' প্রকল্প: অমরাবতী নির্মাণে অপচয়ের অভিযোগে জগন রেড্ডির তীব্র আক্রমণ টিডিপি সরকারের বিরুদ্ধে

তাডেপল্লি, ২২ মে : ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির প্রধান ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডি অমরাবতী রাজধানী নির্মাণ প্রকল্পে ব্যাপক অপচয় এবং মুনাফাখোরদের স্বার্থে ব্যয়বহুল প্রকল্প চালানোর অভিযোগ তুলে টিডিপি নেতৃত্বাধীন চন্দ্রবাবু নাইডুর সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন।

তাডেপল্লিতে নিজের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জগন রেড্ডি বলেন, "অমরাবতীর নির্মাণে প্রতি স্কোয়ার ফুটে প্রায় ৯,০০০ খরচ করা হচ্ছে। ওরা কি সোনা-রুপো দিয়ে শহর বানাচ্ছে?"এমন কটাক্ষ করে তিনি প্রকল্পটিকে "ক্যাশ কাউ" বা টাকার গরু বলে ব্যঙ্গ করেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন অস্থায়ী ভবনেই ছয় লাখ স্কোয়ার ফুট জায়গায় সচিবালয় চালু আছে এবং ১২ হাজার কর্মচারী কাজ করছেন, তখন কেন ৫৩.৫৭ লাখ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে নতুন বিধানসভা, সচিবালয় ও অন্যান্য সরকারি ভবন নির্মাণের প্রয়োজন পড়ল?

জগন রেড্ডি আরও অভিযোগ করেন, "যেখানে অন্যান্য সরকারি ভবনের জন্য সরকার ২,৫০০ প্রতি স্কোয়ার ফুট হারে খরচ করে, সেখানে অমরাবতীর জন্য ৯,০০০ খরচ করা হচ্ছেএটা কেন?"

তিনি দাবি করেন, এই প্রকল্পকে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি, অনির্দিষ্ট বিল এবং অস্পষ্ট ব্যয় দেখিয়ে ঠিকাদার ও শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের পকেট ভরানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জগন রেড্ডির এই মন্তব্যে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং অমরাবতী প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক ফের চরমে উঠেছে। অমরাবতী রাজধানী পরিকল্পনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন সময়ের আগেই, দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক বৃষ্টি সম্ভাবনা: আবহাওয়া দফতর

চেন্নাই, ২২ মে: এই বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (সাউথ-ওয়েস্ট মনসুন) নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রবেশ করতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। সাধারণত ১ জুন কেরলে মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ ঘটে, কিন্তু এই বছর তা ২৭ মে-র আগেই কেরলে প্রবেশ করতে পারে। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই কেরলে মনসুন পৌঁছে যেতে পারে, এবং মহারাষ্ট্র, কঙ্কণ, গোয়া ও গুজরাটে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্বোত্তর ভারতে রবিবার পর্য্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরাখণ্ডেও কাল পর্য্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। দিল্লি-এনসিআর এলাকায় আজ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, গতকাল সন্ধ্যায় ওলাবৃষ্টি এবং ধুলোর ঝড়ে যান চলাচল, মেট্রো পরিষেবা ও বিমান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে।

তামিলনাড়ুতে এ বছর গ্রীষ্মের তীব্রতা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। জুন মাসের আগে আকাশ পরিষ্কার হওয়া এবং তাপমাত্রার স্বাভাবিকতার চেয়ে কম থাকা এই বছরের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। মার্চ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজ্যে ১৯২.৭ মিমি বৃষ্টি হয়েছে, যা গড় ১০১.৪ মিমি-র থেকে প্রায় ৯০ বেশি।

১৯ মে-র একদিনেই রাজ্যে ২১.৬ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা দৈনিক গড়ের প্রায় ১০ গুণ। এই বছর এল নিনো অনুপস্থিত, যার কারণে গরম ও বৃষ্টিহীন অবস্থা সাধারণত দেখা যায়, ফলে এই বছর বৃষ্টি ও মৌসুমী বায়ুর আগমনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আবহাওয়াবিদদের মতে, একটি পূর্ব-পশ্চিম দিশার শিয়ার জোন মাঝ মে-তেই তৈরি হয়েছে, যা সাধারনত মে মাসের শেষে তৈরি হয়। এটি আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি করছে, যা মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতির লক্ষণ। ৫.৮ কিমি উচ্চতায় আরব সাগরের উপর সাইক্লোনিক সার্কুলেশন তৈরি হচ্ছে, যা তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ ভারতের উপর আর্দ্র বাতাস টানছে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন গতকাল রাজ্য প্রস্তুতি নিয়ে একটি উচ্চপর্য্যায়ের বৈঠক করেন। তিনি বলেন, "সাধারণ প্রস্তুতির চেয়ে বেশি সক্রিয়তা দেখালে, আমরা দুর্য্যোগের প্রভাব এড়াতে পারব।" আগামী ২৪ মে পর্য্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১২ জুন মেট্টুর বাঁধ থেকে জল ছাড়া হবে, যা কুরুভাই ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয়। কৃষি বিভাগকে খাল সাফ করা, বীজ ও সার সহজলভ্য করা এবং কুরুভাই স্পেশাল প্যাকেজ কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্বতে হঠাৎ বন্যা ও ধসের আশঙ্কা থাকায় ২৪শ্র৭ কন্ট্রোল রুম, ত্রাণ শিবির, বিদ্যুৎ সংযোগে বিঘ্ন হলে এসএমএস সতর্কতা এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় রাস্তার নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে তামিলনাড়ুর প্রধান বর্ষার সময় অক্টোবর-ডিসেম্বর (উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু), সেখানে এই সময়ের আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তা কৃষি ও পানীয় জলের ক্ষেত্রে স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। তবে এর সঙ্গে প্রস্তুতির পরীক্ষাও জুড়ে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, রাজ্য কতটা কার্যকরভাবে এই আগাম বর্ষার প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে পারে।

পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ উন্মোচনে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি কারুণানিধির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল বিদেশ সফরে রওনা

নয়াদিল্লি, ২২ মে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদকে আন্তর্জাতিক পরিসরে উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি কারুণানিধির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্য্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঁচটি দেশের সফরের জন্য রওনা দিয়েছে। এই প্রতিনিধিদল স্পেন, গ্রিস, স্লোভেনিয়া, লাতভিয়া এবং রাশিয়া সফর করবে।

সফরের পূর্বে কানিমোঝি কারুণানিধি জানান, "আমাদের উদ্দেশ্য হল বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যে সন্ত্রাসবাদের কারণে ভারতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং এমন একটি বিশ্ববিপর্য্যয়মূলক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেশই নিরব থাকতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে হবে।"

এর আগে, জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা-এর নেতৃত্বাধীন অপর একটি প্রতিনিধিদল জাপানে পৌঁছেছে। সেখানে তারা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঝা বলেন, "শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিষয়ে ভারত ও জাপানের দৃষ্টিভঙ্গি এক। এই সফর আমাদের কূটনৈতিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।" এই প্রতিনিধিদল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর করবে।

শিবসেনা সাংসদ শ্রিকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বাধীন একটি তৃতীয় প্রতিনিধিদল সংযুক্ত আরব আমিরাত, লাইবেরিয়া, কঙ্গো ও সিয়েরা লিওন সফরে যাচ্ছে। সফরের প্রথম ধাপে তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও ভারতের সাফল্যমণ্ডিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান "অপারেশন সিন্দুর"-এর আন্তর্জাতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে সাতটি বহুদলীয় প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছে। আগামী দিনে আরও চারটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে রওনা দেবে।

২০২৬-এ উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন: ২০২৭ বিধানসভা ভোটের "লিটমাস টেস্ট" হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক দলগুলি

লখনউ, ২২ মে: উত্তর প্রদেশে আগামী ২০২৭ সালে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, তার আগেই রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে ২০২৬ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে দলীয় নেতারা এই নির্বাচনকে ২০২৭-এর 'সেমিফাইনাল' বলে অভিহিত করছেন। নির্বাচনী কমিশন ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে, এবং সম্ভাব্য সময় হিসেবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসকে ধরা হচ্ছে।

রাজ্যের ৫৭,৬৯১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, ৮২৬টি ব্লকের ব্লক প্রধান, ৩২০০ জেলা পঞ্চায়েত সদস্য এবং ৭৫টি জেলা পঞ্চায়েত সভাপতির নির্বাচন ২০২৬ সালে সম্পন্ন হবে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ৬৭টি জেলায় নির্বাচনের জন্য ১.২৭ লক্ষ সিআর-১ গ্রেডের ব্যালট বাক্স কেনার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে, যার সরবরাহ আগামী চার মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

২০২১ সালে শেষবার অনুষ্ঠিত হওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল এপ্রিল-মে মাসে। এবার রাজনৈতিক দলগুলি অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

গ্রামে গ্রামে প্রাধান নির্বাচন নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে, এবং পঞ্চায়েত সদস্য, বিডিসি ও জেলা পঞ্চায়েত সদস্যরাও পোস্টার-হোর্ডিং লাগিয়ে দখল নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে রাজ্যের রাজনৈতিক গতিপথের নির্ণায়ক হিসেবে দেখা হয়। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় থাকে, তারই প্রভাব পঞ্চায়েত ও নগর নির্বাচনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ২০২১ সালের জেলা পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচনে ৩,০৫০টি আসনের মধ্যে ৯৪৪টি আসন নির্দল প্রার্থীরা দখল করলেও বিজেপি নির্দলদের সমর্থন নিয়ে ৭৫টির মধ্যে ৬৭টি জেলায় জেলা পঞ্চায়েত সভাপতির পদ দখলে রাখতে পেরেছিল।

তালিকাভুক্ত দলগুলোর মধ্যে সপা পেয়েছিল ৭৫৯, বিজেপি ৭৬৮, বসপা ৩১৯, কংগ্রেস ১২৫, আরএলডি ৬৯ এবং আপ ৬৪টি আসন। এতে বোঝা যায়, সুশৃঙ্খল নির্বাচনী কৌশলের মাধ্যমে বিজেপি নির্দল ও ছোট দলগুলোর সমর্থন লাভ করে শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের জনপ্রিয়তা এবং প্রভাবের একটি স্পষ্ট চিত্র পায়। উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ বিধানসভা আসন গ্রামীণ অঞ্চলভিত্তিক হওয়ায় পঞ্চায়েত স্তরের ফলাফল থেকে ভোটারদের মনোভাব বোঝা যায়। সাধারণত ৪ থেকে ৬ জন জেলা পঞ্চায়েত সদস্য মিলে একটি বিধানসভা আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

২০২২ সালের বিধানসভা ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করে দলগুলি ভোটের বৃদ্ধি বা হ্রাস বিশ্লেষণ করে এবং সেই অনুযায়ী ২০২৭ সালের জন্য নিজেদের কৌশল সাজায়। প্রতি জেলার ফলাফল, জাতি অনুযায়ী ভোটার বিশ্লেষণ, অঞ্চলভিত্তিক মাপকাঠিতে পর্য্যালোচনা করে ভবিষ্যতের রণনীতি নির্ধারণ হয়। রাজনীতির ময়দানে ২০২৬-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন যেন ২০২৭ সালের বৃহৎ লড়াইয়ের পূর্বাভাস। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখন থেকেই প্রস্তুতির হিড়িক পড়েছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এক রক্তদান শিবিরে উদ্বোধন করেন।

রাণী অহল্যাবাই হোলকারের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে চাকমাঘাটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: ভারতীয় জনতা পার্টির ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার চাকমাঘাট কমিউনিটি হল ঘরে রাণী অহল্যাবাই হোলকারের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বন্দে মাতরম দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সোমেন গোপ, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপা দেব সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃত্বরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা রাণী অহল্যাবাই হোলকারের জীবন, আদর্শ ও সমাজসেবায় তাঁর অনন্য অবদানের উপর আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন, রাণী অহল্যাবাই হোলকার শুধু এক প্রজ্ঞানী শাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নারী ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই আলোচনা সভায় ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন বুথ ও শক্তি কেন্দ্রের বিজেপি কার্যকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা অনুষ্ঠানটিকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

সুপ্রিম কোর্ট গরমের সময়সীমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন কার্যকর করার বিষয়ে কেন্দ্রের জবাব তলব করল

নয়াদিল্লি, ২২ মে : বিগত বছরে তাপপ্রবাহে ৭০০-র বেশি মৃত্যুর প্রেক্ষিতে, তাপপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কঠোরভাবে কার্যকর করার দাবিতে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব তলব করেছে।

প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-এর ডিভিশন বেঞ্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন পরিবেশ কর্মী বিক্রান্ত টোঙাড। মামলায় তিনি আবহাওয়া পূর্বাভাস, তাপপ্রবাহ সতর্কতা এবং ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালুর দাবি জানিয়েছেন, যাতে সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

টোঙাডের আইনজীবী আকাশ বসিষ্ঠ আদালতে বলেন, 'গত বছর দেশে তাপপ্রবাহ ও হিট স্ট্রেসের কারণে ৭০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আইএমডি -এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আগে তাপপ্রবাহ শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তা পূর্ব উপকূল, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে।'

তিনি জানান, ২০১৯ সালে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যে জাতীয় গাইডলাইন ফর প্রিপারেশন অব অ্যাকশন প্ল্যান — প্রিভেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ হিটওয়েভ প্রকাশ করেছে, তা এখনও বহু রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাস্তবায়ন করেনি।

মামলায় কেন্দ্র সরকারের উপর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ৩৫ নম্বর ধারা এবং পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬-এর ৩ নম্বর ধারার অধীনে আইনানুগ দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগও আনা হয়েছে। পাশাপাশি, মামলায় তাপপ্রবাহের শিকারদের ক্ষতিপূরণ, চরম গরমের সময় গরিব ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য ন্যূনতম মজুরি বা আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এপ্রিল ২০২৩-এ ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ, ভারত সরকারের ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটিওরোলজি প্রকাশিত একটি মনোগ্রাফ অনুযায়ী, ২১শ শতকে ভারতের তাপপ্রবাহের ঝুঁকি দশগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের ৭০ শতাংশেরও

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ত্রিপুরা স্ক্যাটফর্ম প্রকল্প এবং ত্রিপুরা জীববৈচিত্র্য বোর্ড আয়োজন করে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের। এছাড়া এদিন বৃক্ষরোপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান এবং রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশপ্রেমী সকল অংশের জনগণকে আরো যত্নবান হতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব না হলে জীবজগৎ একদিন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সকলকে প্রয়াস নেওয়ার জন্য বনমন্ত্রী আহবান জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার কেনেথ চাকমা ২০২৫ সালে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ১১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মে: ত্রিপুরার জন্য এক গর্বের মুহূর্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রত্যন্ত শিলাছড়ি এলাকার কেনেথ চাকমা ২০২৫ সালের ইউপিএসসি ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (আইএফওএস) পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ১১৬ পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন। এই বছর রাজ্য থেকে তিনিই একমাত্র প্রার্থী যিনি এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বর্তমানে কেনেথ জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া(জিএসআই)-তে একজন সিনিয়র জিওলজিস্ট হিসেবে কর্মরত। তিনি আইআইটি বোম্বে থেকে অ্যাপ্লায়েড জিওলজিতে মাস্টার্স করেছেন। এছাড়াও তিনি জেআরএফ ও গেইট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা ছিল আগরতলার হলিক্রস স্কুলে এবং পরে ভিকাস বিদ্যালয়, বিশাখাপত্তনম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাস করেন। তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জ্বাঞ্চুড্ড), নয়াদিল্লিতে পিএইচডি-তে ভর্তি হন, কিন্তু নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্যইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েপাঠ থেকে সাময়িক বিরতি নেন। চারবার ব্যর্থতার পর, পঞ্চম প্রচেষ্টায় তিনি সফল হন, যা তার অধ্যবসায় ও অটল সংকল্পের প্রতীক।

কেনেথের বাবা উত্তম কুমার চাকমা একজন আইএএস অফিসার এবং বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত রয়েছেন। কেনেথের এই অসাধারণ সাফল্যে রাজ্যজুড়ে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বইছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে দৃঢ়তা ও কঠোর পরিশ্রম সব ভৌগলিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেনেথ অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের অফিসারদের ব্যাচে যোগ দেবেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জ্রক্ষছ্ছগুঞ্জ), মুসৌরিতে প্রশিক্ষণের জন্য। পরে তিনি দেরাদুনে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ফরেস্ট অ্যাকাডেমি (জ্জওঞ্চঞ্চ)-তে বনসংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। তার এই অসামান্য কৃতিত্ব কেবল তার পরিবার ও রাজ্যের গর্বই নয়, তা ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অসংখ্য সিভিল সার্ভিস প্রত্যাশীদের জন্য এক বিশাল প্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে বলে তথ্যাবিজ্ঞ মহলের ধারণা।

নৌকাঘাটে ঘুরতে এসে বাইক খোয়ালেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: নৌকাঘাটে ঘুরতে এসে বাইক হারালেন এক যুবক। বাইক রেখে নৌকাঘাটে ঘুরতে এসেছিলেন। ফিরে এসে দেখেন বাইকটি নেই। পরে থানার দ্বারস্থ হয় চুরির মামলা দায়ের করে ওই যুবক। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মধ্য ব্রজপুর থেকে নৌকা ঘাটে ঘুরতে আসে আকাশ দাস নামে এক যুবক। আকাশ দাস ঘুরে বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পান টিআর০৭-জি-৭৭২২ নাম্বারের বাইকটি নেই। শুরু করেন দৌড়ঝাঁপ। পরবর্তী সময়ে পর্যটক আকাশ দাস সহ তার বাবা লিটন দাস বিশালগড় থানায় চুরির অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ প্রায়শই বিশালগড় থানা এলাকা থেকে বিভিন্ন জিনিস চুরি হচ্ছে। এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের কঠোর নজরদারির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ।

বড়মুড়া হাতাইকতর এলাকা থেকে বনভূমি উজাড় করে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে মাফিয়ারা, নীরব পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: চম্পকনগর বন বিভাগের নাকার পাশ থেকেই মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে মাটি মাফিয়ারা, নীরব দর্শক বনবিভাগ ও চম্পকনগর ফাঁড়ি পুলিশ। জিরানিয়া মহকুমাধীন আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চম্পকনগর থানাধীন বনবিভাগের চম্পকনগরে বড়মুড়া হাতাইকতর এলাকা থেকে বনভূমি উজাড় করে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে মাটি মাফিয়ারা।

যার ফলে যে কোনো সময় জাতীয় সড়কে নামতে পারে ধস,বন্ধ হয়ে যেতে পারে যোগাযোগ ব্যাবস্থা। এমনকি গাছ ভেঙে যদি যাত্রী বাহি গাড়িতে পরে ঘটতে পারে বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা। এমনটাই প্রতিক্রিয়া যান চালকদের,সাধারণের।

তবে বন বিভাগ ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ সাধারণ মানুষ বলে এই ভাবে বন ভূমি উজাড় করে মাটি কেটে নিয়ে হয়ে জাতীয় সড়ককে মরণফাঁদে পরিণত যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার।

যৌতুকের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

শর্মিষ্ঠা এবং বাবা মনোরঞ্জন ঋষি দাস।

গৃহবধূর শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, দেবর কিষান সরকার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি এসে প্রতিনিয়ত অত্যাচার করেন তাঁর ওপর।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের

● প্রথম পাতার পর

খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন বাজার সংগঠনগুলিকে এবিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য খাদ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। আজ এই বৈঠকে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, সদর, জিরানীয়া এবং মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকগণ এবং বিভিন্ন বাজার সমিতির ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন।

সমস্ত আধিকারিকদের

● প্রথম পাতার পর

কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ,যেখানেই খালি জায়গা আছে সেই জায়গা না ফেলে রেখে সেখানে আনারস, কচু, কাঁঠাল, আম, আদা গাছসহ নানা সামগ্রী চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তিনি কৃষকদের কাছে আহবান রাখেন। কালাবন বাজারে এগ্রিমার্কেট শেড নির্মানের জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে এতে এলাকার কৃষক সহ জনগণ খুবই খুশি।

কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র''র শিলান্যাস করলেন কৃষি মন্ত্রী রতনলাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র''র শিলান্যাস করলেন কৃষি মন্ত্রী রতনলাল নাথ। রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীর হাত ধরে বৃহস্পতিবার উদয়পুর মহকুমায় ধনী সাগরের দক্ষিন- পশ্চিম কর্নারে কৃষি দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট অফিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এদিন মন্ত্রী উদয়পুর কালাবন বাজারে এগ্রিমার্কেট শেডের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার ও অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার জিলা সহকারি সভাধিপতি সুজন সেন সহ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগন। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, শুধু অফিস করলে হবে না। অফিসারেরা কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেকের আগে দরকার অন্ন, তারপর বস্ত্র, এরপর পানীয় জল, বাড়ি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা তারপর স্বাস্থ্য পরিষেবা। অন্ন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারবে না। তাই গুরুত্ব দিয়ে সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে দেশের সরকার ও রাজ্য সরকার কাজ করে চলছে। কোন জায়গা খালি না রেখে কৃষি সবজি, ধান, চাল, সহ নানা সামগ্রী উৎপাদন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনো পর্যন্ত ৩০৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৬ হাজার খরচ করেছে এই বাজার উন্নত করার জন্য। বর্তমানে সরকার ১৮ টি স্টল একটি সেড ঘর নির্মাণ করার জন্য ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য, যা এক বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের পাশে বর্তমান মোদি সরকার আছে। আগামী দিনও কৃষকদের উন্নয়ন করার জন্য সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। আগামী দিনেও এই কালাবন বাজারসহ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলোকে উন্নয়ন করার জন্য পরিকল্পনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন , যেখানেই খালি জায়গা আছে সেই জায়গা না ফেলে রেখে সেখানে আনারস, কচু, কাঁঠাল, আম, আদা গাছসহ নানা সামগ্রী চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তিনি কৃষকদের কাছে আহবান রাখেন। কালাবন বাজারে এগ্রিমার্কেট শেড নির্মানের জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে এতে এলাকার কৃষক সহ জনগণ খুবই খুশি।

সাব্রুম থেকে শিয়ালদহগামী

● প্রথম পাতার পর

পদক্ষেপ নিয়ে মা ও শিশুকে নিরাপদভাবে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং বর্তমানে দুজনেই সুস্থ আছেন। তাঁদের বাড়ি রাঁচিতে প্রসূতি মায়ের নাম ক্যাটকি নাগাসিয়া এবং পিতার নাম ক্যাটকা নাগাশিয়া।

জাতীয় সড়ক অবরোধ: ১৮

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনৈক চিকিৎসক ডা. আকাশ ভৌমিকের বদলির প্রতিবাদে এই অবরোধ করেন। পরবর্তী সময়ে মনু থানার আরক্ষাকর্মীগণ এই অবরোধ তুলে দেন। এই ঘটনায় জড়িত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক সহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। লংতরাইভ্যালি মহকুমা শাসক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এসংবাদ জানানো হয়েছে।

গর্ভধারিণী মায়ের উপর

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় এলাকাবাসীরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে জানান, মায়ের উপর ছেলের এই নির্যাতনের কথা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝরনা দেববর্মা জানিয়েছেন মায়ের উপর ছেলের এই অমানবিক নির্যাতন কোনভাবেই মেনে নেবেন না রাজ্য মহিলা কমিশন তার জন্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। জানাগেছে এই ঘটনা নিয়ে সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও তদন্ত করা হচ্ছে এবং মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে এই ধরনের ঘটনায় টুটন বিশ্বাসের কঠোর শাস্তির দাবি উঠছে গোটা কাঞ্চনমালা এলাকা জুড়ে।

দুই মহিলা সহ

● প্রথম পাতার পর

দালাল চক্র ১৫ হাজারল টাকার বিনিময়ে তাদেরকে মধুপুর থানাধীন পাথারিয়াদার সীমান্তবর্তী এলাকার তারকাটা বেঁড়ার একটি কালভার্টের তলায় দিয়ে এপারে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বিএসএফের চোখে ফাঁকি দিয়ে এপারে প্রবেশ করে। সারা রাত্র এপারে এসে ঘোরাফেরা করে সকালবেলা যখন পাথারিয়াদার এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল এমন সময় এলাকাবাসীর নজরে আসে।মুহূর্তের মধ্যেই মধুপুর থানায় খবর দিলে মধুপুর থানার পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

আরও জানা গিয়েছে, তাদের বাড়ি বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম জেলার রংপুর ডিভিশনে। যদিও জানা যায় সেই পাঁচজন একই পরিবারের তাদের নাম মনির খান বাবা, মা সাহেবা খাতুন, ছেলে শাহজালাল খান এবং স্বাধীন খান, পুত্রবধূ দুলালী খাতুন। তবে প্রাথমিক ধারণা বাংলাদেশি দালাল চক্র যুক্ত থাকলেও এপারের কিছু দালাল যে যুক্ত রয়েছে তা কিন্তু বলা বাহুল্য। তবে পুলিশের তদন্তক্রমে তা কিন্তু বেরিয়ে আসবে তাই এখন দেখার বিষয়। বৃহস্পতিবার সকালবেলা পাঁচজন বাংলাদেশীকে গ্রেফতারের পর এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

৬ জন সন্দেহভাজন আটক

● প্রথম পাতার পর

সক্ষম হয়। এই ছয়জনের মধ্যে ছয় জনই হিন্দু সনাতনী। এদের মধ্যে দুজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ চারজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বাকি দুজন বাংলাদেশি নাগরিক।

পুলিশ জানিয়েছে, তাদের কাছে কোন ধরনের বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। তবে ছয় জনই পরশুরাম হয়ে আমজাদ নগর সীমান্ত দিয়ে আদম বেপারীদের ৩৯ হাজার টাকা দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে। কিন্তু এখানে তাদের কোন থাকার জায়গা না থাকাতে তারা বিদ্যাপীঠ মিনিস্টেডিয়ামে রাতের বেলায় আশ্রয় নেয়। আজ সকালে পশ্চিমবঙ্গের মায়া পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল।

আটক ছয় জনের নাম হলো প্রান্তোষ চন্দ্র সূত্রধর (৩৬) বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লায় , শুভ দাস(৩০) নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ, প্রিয়ঙ্কা দাস (২৫) বাড়ি কাকদ্বীপ সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গ, ভূপাল বাউরী (৫৯) বাড়ি পূর্ব বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ, প্রেমানন্দ গোস্বামী (২৮) এবং তার মা মাধবী গোস্বামী (৪৮) বাড়ি বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ। বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে জানান তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে আইপিপি এক্ট এ মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু হয়েছে যার কেস নম্বর হলো বিলোনিয়া থানা ৩৩/২৫। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো গত এক মাসের মধ্যে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে সীমান্তের কাঁটাতার ডিঙিয়ে আমজাদ নগর এলাকা দিয়ে ২১ জনেরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে প্রবেশ করলেও সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কিছুই জানতে পারল না। অথচ সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে আসার পর পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে। এই নিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কর্তব্য নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে সীমান্ত এবং দেশ কতটা সুরক্ষিত এই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন জনমনে। এদিকে পুলিশ অবৈধভাবে আসা বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে থানাতে নিয়ে আসার পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী থেকে শুরু করে রাজ্য গোয়েন্দা বাহিনী এমন কি বিএসএফের গোয়েন্দা বাহিনীর ও তৎপরতা দেখাতে শুরু করে। গোয়েন্দা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এইভাবে একের পর এক অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের এপার ওপার করতে থাকলেও গোয়েন্দা বাহিনী আজ পর্যন্ত কোন আদম বেপারীর খোঁজ পুলিশকে দিতে পারল না।

নাগরিকত্ব যাচাইয়ে ত্বরান্বিত

● প্রথম পাতার পর

তালিকা আমরা পাকিস্তানকে আগেই দিয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে যেকোনো আলোচনা শুধুমাত্র পাকিস্তান-অবৈধভাবে দখলকৃত ভারতীয় ভূখণ্ড খালি করার প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সিন্ধু জলচুক্তি প্রসঙ্গে আবার বলছি, এটি স্থগিতই থাকবে যতদিন না পাকিস্তান সত্যিকারের ও স্থায়ীভাবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসে সমর্থন বন্ধ করে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছেন, জল ও রক্ত একসাথে প্রবাহিত হতে পারে না; তেমনি বাণিজ্য ও সন্ত্রাসও একসাথে চলতে পারে না, বলেন তিনি।" ভারতের এই কঠোর প্রতিক্রিয়া আসে কয়েক ঘণ্টা পর, যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সৌদি আরবকে ভারত-পাকিস্তান আলোচনার নিরপেক্ষ মঞ্চ হিসেবে প্রস্তাব দেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। ইসলামাবাদে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শরিফ জানান, আলোচনার ক্ষেত্র হতে পারে দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের স্তর। আলোচনার এজেন্ডা হিসেবে তিনি কাশ্মীর, জল, সন্ত্রাস ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা ধাপে ধাপে কমছে, যেহেতু দুই দেশের সামরিক অপারেশনস প্রধানরা পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। "যদি আলোচনা হয়, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। সৌদি আরব হতে পারে নিরপেক্ষ ভেন্যু এবং যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনার মধ্যস্থতাকারী হতে পারে। তবে এখনো ভারত কোনো নিরপেক্ষ মঞ্চে আলোচনার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি," বলেন শরিফ।

এই প্রসঙ্গে রাজস্থানের বিকানেরে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফের জানিয়ে দেন, "পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আলোচনা বা বাণিজ্য হবে না। পাকিস্তান যদি সন্ত্রাস রপ্তানি চালিয়ে যায়, তবে একফোঁটা জলও পাবে না, ভিখারি হয়ে পড়বে।" তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ভারতীয়দের রক্ত নিয়ে খেলা পাকিস্তানের জন্য চরম মূল্য বহন করবে।"

সন্ত্রাসী হামলার জবাব ভারত

● প্রথম পাতার পর

যেগুলিকে 'অমৃত ভারত স্টেশন' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি কেবল যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন নয়, স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রদর্শনী হিসেবেও কাজ করছে। তিনি মন্ডলগড়, থাবে, ওরছা, শ্রীরঙ্গম, ডাকোর, তিরুভন্নামালাই ও বেগমপেট স্টেশনের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অবকাঠামোতে এই বিপুল বিনিয়োগ শুধু উন্নয়ন নয়, কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগও তৈরি করছে। কৃষকদের জন্যও সুফল মিলছেপণ্য পরিবহন সহজ হচ্ছে, শিল্পায়ন ও পর্যটনে গতি আসছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, রাজস্থানের অবকাঠামো উন্নয়নে বিগত ১১ বছরে ৭০,০০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। চলতি বছরেই রেল খাতে ১০, ০০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০১৪ সালের আগে বরাদ্দের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি। বিকানের থেকে মুম্বাইয়ের জন্য একটি নতুন ট্রেন চালুর কথাও তিনি জানান।

শ্রী মোদী বলেন, রাজস্থানে শিল্পনীতির উন্নয়নের ফলে বিকানেরের মতো অঞ্চল উপকৃত হবে। বিকানেরি ভুজিয়া ও রসগোল্লার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আরও বাড়বে এবং এই অঞ্চলের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলবে। তিনি জানান, রাজস্থানের রিফাইনারি প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং অমৃতসর-জামনগর ইকোনমিক করিডর ও দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে রাজ্যের সংযোগ আরও মজবুত হচ্ছে। 'পিএম সূর্য ঘর মুফত বিদ্যুৎ যোজনা'র আওতায় রাজস্থানে ইতিমধ্যে ৪০,০০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে, জানিয়ে তিনি বলেন, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁরা আয়ও করছেন। তিনি রাজস্থানের মরু অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে মহারাজা গঙ্গা সিংহের চেষ্টার কথা স্মরণ করেন এবং বলেন, পরবর্তী-কালিসিন্ধ-চম্বল সংযোগ প্রকল্প এই অঞ্চলের কৃষিকে নতুন গতি দেবে। ২২ এপ্রিল পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেদিনের গুলিতে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর হৃদয় আহত হয়েছিল। তিনি জানান, অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী ২২ মিনিটে ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। তিনি বলেন, "পাকিস্তান ভেবেছিল ভারত চুপ থাকবে, কিন্তু নতুন ভারত প্রত্যাঘাত করে"। তিনি জানান, এখন থেকে যে কোনও সন্ত্রাসী হামলার জবাব ভারত তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী দেবেসময়, স্থান ও কৌশল সব নির্ধারণ করবে ভারত। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানকে বুঝতে হবে, এখন আর আলাদা করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী আলাদা করে দেখা হবে না।

নল এয়ারপোর্টে নেমে প্রধানমন্ত্রী জানান, পাকিস্তান এই বিমানঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। বদলে ভারতের হামলায় তাদের রাহিম ইয়ার খান বিমানঘাঁটি বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি স্পষ্ট করে দেন"কোনও আলোচনা নয়, এখন একমাত্র আলোচনার বিষয় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নিরাপত্তা ও উন্নয়নএই দুই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠবে উন্নত ভারত'। তিনি জানান, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের ব্যালান্সড ও দ্রুত বিকাশের চিত্র ফুটে উঠেছে। বক্তব্যের শেষে তিনি দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন বার্তা দেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল হরিভাউ কিসানরাও বাগাডে, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, অর্জুন রাম মেঘওয়াল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কার ভারতী খোয়াই জেলা

● আটের পাতার পর

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ত্রিপুরা প্রান্তের সেবা প্রমুখ তথা সংস্কার ভারতী সম্পর্ক প্রমুখ বনমালী দাস, সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্তের মহামন্ত্রী ডঃ সন্দিপ দেব। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ খোয়াই জেলা কার্যবাহ সৌমিত্র শর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক এবং নাট্যকার সুবল নাথ সহ অন্যান্যরা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর বিকল্প

● আটের পাতার পর

পরিস্থিতি চলাকালে রাজ্য সরকারগুলির কোন মতামত গ্রহণ না করে সংসদে একতরফাভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ গ্রহণ করে। এই শিক্ষানীতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে অভিযোগ এনেছে তারা। সে কারণেই জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে দেশজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই শিক্ষানীতিকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই শিক্ষানীতি রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানবিরোধী, বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ ভিত্তিক শিক্ষার বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক এবং সর্বজনীন শিক্ষার প্রস্তাব করছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির শিক্ষানীতি।সেভএডুকেশন কমিটি জনগণের শিক্ষা নীতি ২০২৫-এর খসড়াটি আগামী ৬ মাস ধরে জনগণের বিভিন্ন অংশের সংশোধনী মতামত, পরামর্শ গ্রহণ করবে। এই শিক্ষানীতির নাম দেওয়া হয়েছে পিপলস এডুকেশন পলিসি।

পিএম জনমন: খোয়াইয়ে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে

● আটের পাতার পর

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমাশাসক পরিমল মজুমদার, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য, কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও হিমেন্দু বিকাশ পাল, জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের ওএসডি ঋষিকেশ দেববর্মা, সিএমও ডা. পদ্মরাম জমাতিয়া, ডিপিএম প্রণয় দেববর্মণ সহ বিভিন্ন কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীগণ।

আগরতলায় অস্মিতা সিটি লীগ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার এর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলায়। বাধরঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই মাস আগে। সারা রাজ্যজুড়ে বারোটি সাব ডিভিশনে জুডো অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজনের পর ফের নবনির্মিত দেবভক্তি জমাতিয়া অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকেই সমাপনী অনুষ্ঠান হলো। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলায় সিন্থেটিক ট্র্যাকে অস্মিতা সিটি লীগ আয়োজনে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স আয়োজিত অস্মিতা সিটি লীগ প্রতিযোগিতায় বয়স ভিত্তিক তিনটি গ্রুপ অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ২০ বিভাগে অর্ধ শতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। কুড়িটি ইভেন্টে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকের পাশাপাশি প্রশংসা পত্র এবং গিফট হ্যাম্পারে সম্মানিত করা হয়। একই অনুষ্ঠানে দীর্ঘ ৭৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত অস্মিতা সিটি লীগ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে আগে আয়োজিত সাঁতার ও জুডো প্রতিযোগিতার বিজয়ী খেলোয়ারদের পদকে সংবর্ধিত করা হয়। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে বেলা ১০ টায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, উপ অধিকর্তা তথা পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সচিব অপু রায়, হেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর ড. সূর্যকান্ত পাল, সাই ইনচার্জ অরিন্দম গগৈ, সহ অধিকতা ড. ভারতী নিগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিভাময়ী খেলোয়াড়দের উঠে আসার প্রসঙ্গে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বলে অতিথিদের প্রত্যেকেই উদ্যোক্তাদের ভুয়ষী প্রশংসা করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খেলো ইন্ডিয়া কোচদেরও সংবর্ধিত করা হয়। প্রতিযোগিতা এবং সমাপনী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এইচ পি ডি ড. সূর্যকান্ত পাল সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সহজ জয় পেলো প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো শক্তিশালী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। বৃহস্পতিবার ১৪২ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে রামঠাকুর পাঠশালাকে। পশ্চিম নোয়াবাদী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে জয় পায় রানু দাসের দল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। এদিন দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির নির্ধারিত ২০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ২৩১ রান করে। দলের পক্ষে স্নেহাল দত্ত ৬১ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৪, তুহিন দেবনাথ ১৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩, অপরাজিত বৈশ্য ৪২ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং অয়ন সরকার চার বল খেলে একটি বাউন্ডার ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৩ রান। রামঠাকুর পাঠশালার পক্ষে দিপজয় দেবনাথ ৩৫ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে রামঠাকুর পাঠশালা মাত্র ৮৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দীপজয় দেবনাথ একুশ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ এবং সুরজ সাহা ৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১২ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় কুড়ি রান। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের পক্ষে ক্রিশ ভৌমিক সাত রানের তিনটি উইকেট দখল করে।

স্কুল ক্রিকেটে জয়ী এসটি পলস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো এসটি পলস স্কুল। ৬ উইকেটে পরাজিত করলো উমাকান্ত একাডেমীকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে উমাকান্ত একাডেমী টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান করে। দল সর্বাধিক ৩১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে জয়দীপ দাস ৩০, শুভ দাস ১৯, আশরাফুল উদ্দিন ১৯ এবং অনিক দাস ১৩ রান করে। এসটি পালস স্কুলের পক্ষে স্বর্ণদ্বীপ দেব ২৭ রানে তিনটি এবং সোমরাজ দে ২৮ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে এসটি পলস স্কুল ১৪ বল বাকি থাকবে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

দলের পক্ষে তুর্য্যা চক্রবর্তী চল্লিশ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে গুলসন রিয়াং ২২ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, দীপ ঘোষ ২৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং সোমরাজ দে ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করে।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। উমাকান্ত একাডেমির পক্ষে শুভ দাস ১৬ রানে এবং শুভজিৎ সূত্রধর ৪০ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে স্পোর্টস ফেস্ট শুরু আগামীকাল

আগরতলা, ২২ মে।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট শুরু হতে যাচ্ছে ২৪ মে থেকে। ওইদিন বেলা দুইটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ সাংবাদিক সদস্য সদস্যাদের মধ্যে লুডো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট - ২০২৫। অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সাংবাদিক খেলোয়াড়রা যথারীতি নাম নথিভূক্ত করে নিয়েছেন। বেলা দেড়টায় খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পরদিন অর্থাৎ ২৫ মে সকাল আটটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সাংবাদিকদের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। পরবর্তী সময়ে ১৪ জুন চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখ স্থির করা হয়েছে। সম্প্রতি স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৪ মে বেলা দুইটায় স্পোর্টস ফেস্ট ২০২৫ এর আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমূখ উপস্থিত থাকবেন। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনর অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

গ্ধল্পনাই সত্যি হল ! আইপিএল ফাইনাল দিদির রাগ্ধ্য থেকে মোদীর রাগ্ধ্যে, ৩ গ্ধুন কলকাতার বদলে শ্চ্রফির লড়াই অহমদাবাদে

আশঙ্কাই সত্যি হল। কলকাতা থেকে সরে গেল আইপিএল ফাইনাল। ৩ গ্ধুন ফাইনাল হবে অহমদাবাদে। ১ গ্ধুন দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারও হবে অহমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্শ্চেডিয়ামে। প্রথম কোয়ালিফায়ার এবং এলিমিনেশ্চর হবে পঞ্জাবের মুল্লানপুরের নতুন স্শ্চেডিয়াম। এই ম্যাচ দু'শ্চি হবে যথাক্রমে ২৯ এবং ৩০ মে। মঙ্গলবার আইপিএল কমিশ্চির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমাগ্ধমাধ্যমে সিদ্ধান্তের কথা গ্ধানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেশ্চ বোর্ড (বিসিসিআই)।প্লে-অফ পর্বের দু'শ্চি ম্যাচ সরে যাওয়ায় এ বছর আইপিএলের আর কোনও ম্যাচ হবে না কলকাতায়। বেঙ্গালুরু থেকেও একশ্চি ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। লিগ পর্বে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং সানরাইগ্ধার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ হবে ২৩ মে লখনউয়ে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় এই ম্যাচশ্চিও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এ বার আইপিএল শুরুর সময়ে যে সূচি তৈরি হয়েছিল, তাতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল দেওয়া হয়েছিল ইডেনে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের তারিখ ছিল ২৩ মে। ফাইনাল ২৫ মে। কেকেআর গত বারের চ্যাম্পিয়ন। প্রথা অনুযায়ী উদ্বোধনী ম্যাচ এবং ফাইনাল আগের বারের চ্যাম্পিয়ন দলের ঘরের মাঠে হয়। দ্বিতীয়ত, ফাইনাল এবং দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের মধ্যে দিনের ব্যবধান প্রায় না-থাকায় দু'শ্চি ম্যাচ একই মাঠে হয়। সেই হিসেবে ফাইনাল এবং দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ইডেনে হওয়ার কথা ছিল।ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ পরিস্থিতিতে এক সপ্তাহ আইপিএল বন্ধ থাকার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আইপিএলের নতুন সূচি অনুযায়ী ফাইনাল ৩ গ্ধুন। সে দিন কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। সে দিন কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬৫ শতাংশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই 'খবর'-এর উৎস আমেরিকার একশ্চি বেসরকারি অ্যাপ। যদিও আলিপুর আবহাওয়া দফতর বা দিল্লির মৌসম ভবনের তরফে এমন কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। কারণ, এক সপ্তাহ আগেই সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।ভারত-পাকিস্তান সংঘর্য পরিস্থিতির পর বদলে যায় সমীকরণ। নতুন করে আইপিএলের যে সূচি বিসিসিআই প্রকাশ করেছিল, তাতে প্লে-অফের ম্যাচগুলি কোথায় হবে গ্ধানানো হয়নি। শুধু ম্যাচের তারিখ গ্ধানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, পরে গ্ধানানো হবে কোথায় খেলা হবে। মনে করা হচ্ছে, আইপিএল ফাইনাল স্থানান্তরণের নেপথ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ রাগ্ধনীতির লড়াইও বড় ভূমিকা নিয়েছে। ভারত-পাক সংঘাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়ালেও মোদী-দিদির রাগ্ধনৈতিক সম্পর্ক সুবিদিত। সেই কারণেই সুযোগ পাওয়া মাত্রই আইপিএল ফাইনালের মতো 'ইভেশ্চ' কলকাতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকের বক্তব্য। এর মধ্যে 'অনুঘশ্চক' হিসেবে অনেকে অমিত-তনয় গ্ধয় শাহকেও দেখতে পাচ্ছেন। প্রাক্তন বোর্ড সচিব গ্ধয় এখন আইসিসি-র চেয়ারম্যান। ভারতীয় ক্রিকেশ্চ প্রশাসনে তাঁর ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। আইপিএলের প্লে-অফ পর্বের দু'শ্চি ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্স থেকে সরে অহমদাবাদে চলে যাওয়ার যা প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।ভারত-পাকিস্তান উত্তেগ্ধনার সময় আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতার ফাইনাল নরেন্দ্র মোদী নামাঙ্কিত স্শ্চেডিয়ামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্যে আন্তর্গ্ধাতিক রাগ্ধনীতির সমীকরণও থাকতে পারে। অহমদাবাদ মোদী-শাহর শহর। বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেশ্চ স্শ্চেডিয়ামও বশ্চে। তা ছাড়া অহমদাবাদ পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছিও। তাই বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তের পিছনে গ্ধাতীয় এবং আন্তর্গ্ধাতিক রাগ্ধনীতির ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়।আইপিএল ফাইনাল কলকাতা থেকে সরে যাওয়ার আঁচ পাওয়ার পর তৎপর হয়ে ওঠেন সিএবি কর্তারা। বিসিসিআইকে চিঠি দিয়ে ফাইনাল এবং দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার কলকাতাতেই করার অনুরোধ করা হয়। বিসিসিআই কর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেন সিএবি কর্তারা। বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও কয়েক দিন আগে আশা প্রকাশ করেছিলেন, কলকাতা থেকে ম্যাচ সরবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরেই গেল ম্যাচ।

জে সি লিগ ক্রিকেটের শেষ দুটি ম্যাচে আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ শুরু আজ থেকে। খেতাবের দৌড়ে আপাতত কিছুটা এগিয়ে জে সি সি এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। তবে লড়াইয়ে রয়েছে শতদল সংঘ এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসও। দুই ম্যাচ খেলে চার পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে জে সি সি এবং স্ফুলিঙ্গ। অপরদিকে ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শতদল সংঘ এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেটে। শেষ ম্যাচে শতদল সঙ্ঘ বা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের মধ্যে কোনও দল যদি সরাসরি জয় পায় তাহলে খেতাব বগলদাবা করে নিতে পারে। অপরদিকে দুই শক্তিশালী দল জে সি সি এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের লক্ষ্য থাকবে অন্তত প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া। তা করতে পারলেও তাকিয়ে থাকতে হবে শতদল সংঘ এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ম্যাচের দিকে। তবে চার দলেরই দুশ্চিন্তা আবহাওয়াকে নিয়ে। ক্রমাগত বৃষ্টিতে শেষ ম্যাচে তিন দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময় খেলা হয়নি। আবহাওয়া দপ্তরের মতে আগামী তিন-চারদিন ঝড় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটা কতটা শেষ হবে তা নিয়েও রয়েছে দুশ্চিন্তা? তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছেন না চার দলের ক্রিকেটাররা। সবার লক্ষ্য আসরের শেষ ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিয়ে ক্লাবকে ট্রফি এনে দেওয়া। বৃষ্টির জন্য মাঠ ভিজে দেখায় এদিন কোনও দলই অনুশীলন করতে পারেনি। শক্তির বিচারে আসরের শেষ ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ এবং শতদল সংঘ ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে। শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ব্যাটসম্যানরা কিছুটা রানে ফেরার আভাস দিয়েছেন। শতদল সংঘের বিরুদ্ধে যদি ব্যাটসম্যানরা রানে না থাকতে পারে তাহলে সরাসরি জয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে বিশ্বজিৎ পালের দলের। শতদল সংঘ চাইছে শেষ ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট বগলদাবা করতে। এদিকে স্ফুলিঙ্গ এবং জে সি সি-র হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মূলত পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন বোলাররা। উইকেটের যে অবস্থা তাতে স্পিনাররা মুখ্য ভূমিকা নিতে পারেন। ফলে কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে অলক দেবরায়ের স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। এখন দেখার কোন দল টফি ঘরে তুলতে পারে।

টানা পরাজয় বোধজং স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বল হাতে বিধ্বংসী স্নেহাশীষ পাল। স্নেহাশীষ ভেলকিতে কুপোকাৎ বোধজং স্কুল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন ৬ উইকেটে পরাজিত করে বোধজং স্কুলকে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে স্নেহাশিসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ৮১ রানে গুটিয়ে যায় বোধজং স্কুল। দলের পক্ষে রত্নদ্বীপ ঘোষ ১৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, সায়ন ধানুক ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং প্রীয়াব শর্মা ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ২৩ রান। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন এর পক্ষে স্নেহাশীষ পাল ৬ রানে পাঁচটি, তানিস্ক চক্রবর্তী ছয় রানে এবং আকাশ দেবনাথ ১৫ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে নয় ওভারে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন। দলের পক্ষে তানিস্ক চক্রবর্তী ২২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, সাগর সূত্রধর ১৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৩ এবং অতনু রায় চার বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে।

সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে টানা জয়ে এগিয়ে বড়দোয়ালী, আসাম রাইফেলসও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। ২৫ টি স্কুল দলের প্রতিযোগিতা। খেলা হচ্ছে আটটি গ্রুপে। প্রতিদিন আটটি করে ম্যাচ। ইতোমধ্যে গ্রুপ-এ থেকে বড়দোয়ালী স্কুল দল পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ খেলায় বড়দোয়ালি স্কুল দল ৫২ রানের ব্যবধানে আনন্দ নগর স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ দেরিতে খেলা শুরু হলে টস জিতে বড়দোয়ালী স্কুল দল সীমিত পাঁচ ওভারে এক উইকেটে ৮৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে আনন্দনগর ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত পাঁচ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের রোহিত বর্মন দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। রোহিত ১৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ছটি ওভার বাউন্ডারী হাঁকিয়ে ৫০ রান পায়। এছাড়া, দুটি উইকেট পেয়েছে ছয় রানের বিনিময়ে। এ-গ্রুপের অপর খেলায় আসাম রাইফেলস স্কুল দল ১১৮ রানের ব্যবধানে বাধারঘাট স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে আসাম রাইফেলস স্কুল দল সীমিত কুড়ি ওভারে তিন উইকেটে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে বাধারঘাট স্কুল দল ১৭.৪ ওভার খেলে ৮১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। বিজয়ী দলের আরিয়ান কুমার সিং ৫৮ বলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১১৮ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

ঝাঁকড়া চুলে 'নোশ্চবুক সেলিব্রেশন', নির্বাসিত স্পিনার দিগ্বেশ বোলার হওয়ার নেশায় ছেড়েছিলেন ব্যাশ্চিং

কখনও সাধারণ মানের বোলার হতে চাননি। কতশ্চা অসাধারণ হয়েছেন, সেশ্চা সময় বলবে। কিন্তু তাঁর উইকেশ্চ নেওয়ার উদ্যাপন যে অসাধারণ, তা প্রথম আইপিএলেই 'নোশ্চবুক সেলিব্রেশন' দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর সেশ্চাই কাল হল লখনউ সুপার গ্ধায়ান্শ্চসের দিগ্বেশ রাঠীর। আইপিএলে এক ম্যাচের গ্ধন্য নির্বাসিত বোলারের নাম লেখা থাকল ভারতীয় ক্রিকেশ্চ বোর্ডের 'নোশ্চবুকে'।কোনও ব্যাশ্চারকে আউশ্চ করার পরেই 'নোশ্চবুক' উৎসব করেন ঝাঁকড়া চুলের দিগ্বেশ। হাতের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, ওই ব্যাশ্চারের নাম তিনি লিখে রাখছেন। একসময় বিরাশ্চ কোহলিকে এই ভাবে উৎসব করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর যদিও কোনও গ্ধরিমানা বা শাস্তি হয়নি, কিন্তু দিগ্বেশকে ভুগতে হল। প্রথমে এই ধরনের উৎসবের গ্ধন্য গ্ধরিমানা করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এ বার অভিষেক শর্মাকে আউশ্চ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে বলার গ্ধন্য তাঁকে এক ম্যাচ নির্বাসিত হতে হল।দিগ্বেশ একসময় কলকাতা নাইশ্চ রাইডার্স দলে নেশ্চ বোলার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সুনীল নারাইনের। তার পর থেকেই ক্যারিবিয়ান স্পিনারকে গুরু মানেন দিগ্বেশ। তাই এ বার কলকাতার বিরুদ্ধে নারাইনকে আউশ্চ করার পর কোনও উল্লাস করেননি। গুরুকে সম্মান গ্ধানিয়েছিলেন। ম্যাচের আগে অনুশীলনের সময় লখনউয়ের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ নারাইনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন দিগ্বেশকে। সঙ্গে ছিলেন নারাইনের দেশেরই নিকোলাস পুরান। তিনি নারাইনের সামনেই দিগ্বেশকে গ্ধিজ্ঞেস করেছিলেন, "নারাইন তো উইকেশ্চ নিয়ে উল্লাস করে না। তা হলে তুমি কেন করো?" গ্ধবাবে দিগ্বেশ বলেছিলেন, "আমি দিল্লির ছেলে।" দিল্লির ছেলে বলেই হয়তো কোহলির মতো তিনিও একশ্চু বেশিই আগ্রাসী।দু'বার গ্ধরিমানা দিলেও দিগ্বেশ কখনও নিগ্ধের 'নোশ্চবুক' উৎসব ছাড়েননি। তাঁর দাদা সানি বলেন, "আমি দিগ্বেশকে গ্ধিজ্ঞেস করেছিলাম এশ্চা নিয়ে। ও বলল, এশ্চ ওকে বাড়তি উৎসাহ দেয়। ভাল খেলতে উজ্জীবিত করে। আমি ওকে বলে দিয়েছি, ভাল লাগলে এশ্চা করতেই পারিস, কিন্তু কোনও ক্রিকেশ্চারকে অসম্মান করিস না। ও যে নগ্ধর কাড়ার গ্ধন্য এমন করে, তা কিন্তু নয়। ওগুলো নিয়ে ভাবেই না। সমাগ্ধমাধ্যমও ব্যবহার করে না ও। হোয়াশ্চঅ্যাপে স্শ্চেশ্চাসও দেয় না। দিগ্বেশ বলে, স্শ্চেশ্চাস না থাকলে স্শ্চেশ্চাস দেওয়ার মানে নেই।" দিল্লির বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলতেন 'স্শ্চেশ্চাস না থাকা' দিগ্বেশ। উইকেশ্চরক্ষক বিগ্ধয় দাহিয়া এমনই একশ্চি ম্যাচে তাঁকে দেখতে পান। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে দক্ষিণ দিল্লি সুপারস্শ্চারগ্ধের হয়ে খেলছিলেন দিগ্বেশ। গত বছর ১৪শ্চি উইকেশ্চ নিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে লখনউ সুপার গ্ধায়ান্শ্চসে যোগ দেন ৩০ লক্ষ শ্চাকায়। দাহিয়া এখন লখনউ দলের সহকারী কোচ। সেই দলেই খেলেন দিগ্বেশ। তাঁর দাদা সানি বলেন, "দিল্লির বিভিন্ন দল থেকে ডাক পেত। যে দলে গ্ধায়গা পেত, সেই দলের হয়েই খেলত। এক সময় পীরাগরির একশ্চা অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে ওকে দু'বছর বসিয়ে রেখেছিল। পরে দাহিয়া ওকে দেখেন একশ্চা ক্লাব ম্যাচে। মোরি গেশ্চ অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যান দিগ্বেশকে।" দিগ্বেশের ডাক নাম ববি। তাঁর বাবা ধর্মেন্দ্র দুই ছেলের নাম রেখেছিলেন সানি এবং ববি। তৃতীয় ছেলের নাম রেখেছিলেন হ্যাপি। সানি বাঁহাতি স্পিনার ছিলেন। ভাল খেলতেনও। কিন্তু বাবা ধর্মেন্দ্রর পক্ষে দুই ছেলেকে ক্রিকেশ্চার বানানোর সামর্থ্য ছিল না। তাই বড় ছেলে সানি নিগ্ধেই ক্রিকেশ্চ থেকে সরে আসেন। ভাইকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। সানি এখন পুলিশ কনস্শ্চেবল। দাদা গ্ধানেন, ভাই পরিশ্রম করেছে বলেই এখন এই পর্যায়ে খেলতে পারছে।অথচ, দিগ্বেশ একসময় চেয়েছিলেন ব্যাশ্চার হতে। কিন্তু পরে রহস্য স্পিনার হয়ে ওঠেন। কী ভাবে এই পরিবর্তন? দিগ্বেশ বলেন, "কেরিয়ারের শুরুতে ব্যাশ্চ করতাম। কিন্তু খুব বেশি সুযোগ পেতাম না। ব্যাশ্চ করার পর সিনিয়রদের বল করতাম। নারাইনের বোলিং দেখে অনেক কিছু শিখেছিলাম। সেগুলো নেশ্চে করার চেষ্টা করতাম। সেখান থেকেই অনেক কিছুই শিখেছি। কেউ আমাকে হাতে ধরে বোলিং শেখায়নি। আমার বল করতে এমনিই ভাল লাগে না। আমি চাই রহস্য স্পিনার হতে। সেই ধরনের বোলিং শুরু করতেই আমার সামনে নতুন একশ্চা পৃথিবী খুলে যায়। ব্যাশ্চারদের সমস্যায় ফেলতে পারলে মগ্ধা পেতাম। দিল্লিতে রবিন বিশৎ আমাকে বলেছিল বোলিংয়ে মন দিতে। বলেছিল, আমি বোলার হলেই উন্নতি করব, ব্যাশ্চার হিসাবে নয়। সেখান থেকেই শুরু।"

বৈভবের কাছে হার ধোনির ! চেন্নাই অধিনায়কের ক্রিকেশ্চ মস্তিষ্কের পরীক্ষা নিল রাগ্ধস্থানের কিশোর

আইপিএলের নিয়মরক্ষার ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে ৬ উইকেশ্চে হারিয়ে দিল রাগ্ধস্থান রয়্যালস। প্রথমে ব্যাশ্চ করে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল করে ৮ উইকেশ্চে ১৮৭ রান। গ্ধবাবে ১৭.১ ওভারে ৪ উইকেশ্চে ১৮৮ সঞ্জু স্যামসনদের। ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর পরিণত ব্যাশ্চিংয়ের কাছে হার মানতে হল ৪৩ বছরের ধোনির চেন্নাইকে।দিল্লির মাঠে মঙ্গলবার আইপিএলে নিগ্ধের সপ্তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বৈভব। এই সাত ম্যাচেই পরিণত হয়ে উঠেছে বিহারের কিশোর। এ দিন প্রথম বল থেকে মারার চেষ্টা করেনি বৈভব। পিচে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেছে। বুঝে নিতে চেয়েছে ২২ গগ্ধের চরিত্র। প্রথম ১০ বলে ১২ রান করার পর হাত খুলেছে। আক্রমণের গ্ধন্য বেছে নিয়েছে ধোনির প্রধান তিন বোলিং অস্ত্র রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র গ্ধাডেগ্ধা এবং নুর আহমেদকে। তিন গ্ধনের বিরুদ্ধেই আগ্রাসী ব্যাশ্চিং করেছে বৈভব। খেলেছে সব ক্রিকেশ্চীয় শশ্চ। যেন ধোনির ক্রিকেশ্চ মস্তিষ্কের পরীক্ষা নিয়েছে সে। অশ্বিন, গ্ধাডেগ্ধাদের অভিজ্ঞতাও তাকে বাগে আনতে পারেনি। বৈভবের দাপশ্চে একশ্চা সময় ধোনিকেও খানিকশ্চা দিশাহারা দেখাচ্ছিল। মাথা ঠান্ডা রেখে খেলার চেষ্টা করেছে কিশোর ব্যাশ্চার। অযথা ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করেনি। তবে সঞ্জু স্যামসন আউশ্চ পর বৈভবও শ্চিকতে পারল না। এ দিন বৈভবের ৩৩ বলে ৫৭ রানের ইনিংসে ছিল ৪শ্চি করে চার এবং ছক্কা। বৈভব আউশ্চ হয়ে ফেরার সময় উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দেখা গিয়েছে রাগ্ধস্থান কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে। বুঝিয়ে দিয়েছেন শিষ্যের ব্যাশ্চিংয়ে তিনি খুশি।২২ গগ্ধে বৈভব সাহায্য পেয়েছে দুই সিনিয়র যশস্বী গ্ধয়সওয়াল এবং সঞ্জুর কাছ থেকেও। ১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে ১৯ বলে ৩৬ রানের ইনিংসে রাগ্ধস্থানের ইনিংসের ছন্দ তৈরি করে দেন যশস্বী। তাঁর ব্যাশ্চ থেকে এসেছে ৫শ্চি চার এবং ২শ্চি ছক্কা। তবে দ্বিতীয় উইকেশ্চে সঞ্জু এবং বৈভবের ৯৮ রানের গ্ধুশ্চি রাগ্ধস্থানের গ্ধয়ের ভিত তৈরি করে দেয়। সঞ্জু করেন ৩১ বলে ৪১ রান। ৩শ্চি চার এবং ২শ্চি ছয় মেরেছেন রাগ্ধস্থান অধিনায়ক। পর পর ২ উইকেশ্চ নিয়ে হালকা একশ্চা ধাক্কা অশ্বিন দিয়েছিলেন বশ্চে, তাতে লাভ কিছু হয়নি। ধ্রুব গ্ধুরেল (১২ বলে অপরাগ্ধিত ৩১) এবং শিমরন হেশ্চমেয়ার (৫ বলে অপরাগ্ধিত ১২) ১৭ বল বাকি থাকতেই দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।এর আগে ২০ ওভারে ৮ উইকেশ্চে ১৮৭ রান তোলে চেন্নাই। ধোনির দলের অধিকাংশ ব্যাশ্চার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না এ দিনও। ওপেনার আয়ুষ মাত্রে (২০ বলে ৪৩), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫ বলে ৪২) এবং শিবম দুবে (৩২ বলে ৩৯) দলকে লড়াই করার মতো গ্ধায়গায় পৌঁছে দেন। আশ্চ নম্বরে ব্যাশ্চ করতে নেমে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না অধিনায়ক ধোনিও। শেষ দিকে দ্রুত খুচরো রান নিতে পারলেন না। করলেন ১৭ বলে ১৬ রান।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

প্রধানমন্ত্রী নতুনদিল্লিতে ২৩ মে রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টর্স সামিটের উদ্বোধন

উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীও

নয়াদিল্লি/আগরতলা, ২২ মে ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ মে নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টর্স সামিটের উদ্বোধন করবেন। উত্তর - পূর্বাঞ্চলকে সম্ভাবনার এক অঞ্চল বলে তুলে ধরা, দেশ বিদেশের বিনিয়োগকারীদের এই অঞ্চল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা এবং বিনিয়োগকারী ও নীতি প্রণয়নকারীদের একটি অভিন্ন মঞ্চে মত বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করাই শীর্ষ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। ওই সম্মেলনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য দু'দিনের এই শীর্ষ সম্মেলনে বেশ কিছু পথ সভা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে, উত্তর — পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের সহযোগিতায় রাষ্ট্রদূত এবং বণিক সংগঠনগুলির মধ্যে কয়েকটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও এই শীর্ষ সম্মেলনে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক, ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি ও সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কি কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ওই রাজ্যগুলির নতুন নতুন স্টার্টআপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যও এই সম্মেলনে তুলে ধরা হবে।শীর্ষ সম্মেলনে পর্যটন, আতিথেয়তা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও অনুসারী শিল্প বস্ত্র, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, তথ্য প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, পণ্য পরিবহন, বিদ্যুৎ, বিনোদন এবং খেলাধূলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিয়োগকারীদের কাছে উপস্থাপিত করা হবে। এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে রাজধানী দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে তিনি আগামীকাল উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা আগামীকাল, ২৩ মে সকাল ১০:৩০ টায় নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ অনুষ্ঠিত হতে চলা 'রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট'-এ অংশ নেবেন। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন ২৩ ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা উন্মোচন ও তা আকর্ষণ করা।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলন পূর্ববর্তী বেশ কয়েকটি কর্মসূচির চূড়ান্ত রূপ যার মধ্যে রয়েছে রোডশো, রাজ্যভিত্তিক রাউন্ডটেবিল, রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক এবং দ্বিপাক্ষিক চেম্বারগুলোর সঙ্গে মতবিনিময়। সম্মেলনের পরে ২৪ মে মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিল মিটিং-এ অংশগ্রহণ করবেন। ওই বৈঠকে রাজ্যগুলোর উন্নয়ন রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। ওইদিন সন্ধ্যেতেই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রিপুরা ফিরে আসার কথা রয়েছে। ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে তুলে ধরতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই দিল্লি সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

৯০ বর্ষীয়া বৃদ্ধা মায়ের পাশে বিধায়ক সুশান্ত দেব

চড়িলাম, ২২ মে : বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব এক বৃদ্ধা মায়ের পাশে দাঁড়ালেন। উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌতম কলোনি এলাকায় ৯০ বছর বয়সী বৃদ্ধা মায়ের বাড়ি গেলেন বিধায়ক সহ চড়িলাম মন্ডল সভাপতি তাপস দাস।

ঘটনার জানা গেছে, ৯০ বছরের বৃদ্ধা কল্পনা দেবনাথের বৃদ্ধ ভাতা নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। দপ্তর থেকে তাঁকে ভুলবশত অ্যাডভান্স ৬ মাসের ভাতা আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের ভুলের দরুন ৯০ বছর বৃদ্ধা সে বিষয়টা বুঝতে পারেননি। এমনকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সেই বিষয়টা মহিলাকে জানাননি। একজন অসহায় বৃদ্ধা তাঁর ন্যায্য ভাতা থেকে বিগত তিন বছর যাবত বঞ্চিত হয়ে আসছেন। অতঃপর খবর প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা অতিক্রমের আগেই বিশালগড়ের বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব গৌতম কলোনীস্থিত বৃদ্ধা মায়ের বাড়িতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিষয়ে খবর নেন। ব্লক থেকে শুরু করে সিডিপিও অফিসে সবকিছু তদারকি করে মহিলার বাড়ি গিয়ে পরিবারের সাথে কথা বলে সবকিছু বুঝিয়ে বলেন। ভাতা বন্ধ হয়নি। বৃদ্ধা মহিলা বারবার ব্যাংকে আসা-যাওয়া করছেন এবং সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বৃদ্ধা মহিলা কল্পনা দেবনাথের বাড়িতে ছুটে যান বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি তাপস দাস।

এ বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়ে বিধায়ক জানান বৃদ্ধার ভাতা বন্ধ হয়নি। মূলত ওনার ভাতা অ্যাডভান্স উনাকে পূর্বে দিয়ে দিয়েছেন দপ্তর। কোন এক ভুলবশত কারণে। তবে বৃদ্ধা মহিলার পাশে থেকে সর্বদা সাহায্য সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক সহ উপস্থিত নেতৃত্বরা।

বৈদ্যনাথ মজুমদার স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বোর্ড পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ মে: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের কাউলিখুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বৈদ্যনাথ মজুমদার স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৃহস্পতিবার এক অভিনন্দন জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কৈলাসহরের চন্ডিপুর বিধানসভার অন্তর্গত কালিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতস্থিত বৈদ্যনাথ মজুমদার স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ,সি.বি.এস.ই পরিচালিত ২০২৫ সালের সেকেন্ডারি ও সিনিয়র সেকেন্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপন অনুষ্ঠানটি হয়। প্রথমেই সমস্ত অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর একটি চারা গাছে জল প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, জেলাশিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার,সমাজসেবক পিন্টু ঘোষ, কাউলিকুড়া গ্রাম প্রধান নেপাল দাস, বৈদ্যনাথ মজুমদার স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বি আর মারাক সহ অন্যান্যরা। স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

হরচন্দ্র ক্লাস ১২ স্কুল: প্রতিভার ঝলক থাকলেও বেহাল পরিকাঠামো ও অনিয়মের শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: হরচন্দ্র ক্লাস ১২ স্কুল, একটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ও সহ-পাঠক্রমিক ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সাফল্য দেখালেও, আর্থিক সংকট, শিক্ষক-অনুপস্থিতি, অনিয়ম ও অনৈতিক কার্যকলাপের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

স্কুলের পরিকাঠামো অত্যন্ত জীর্ণ। বহু ভবন, শ্রেণিকক্ষ, ও হলঘর ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। তবুও, এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, ব্লক ও রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছে, এমনকি ২০২৪ সালের রাজ্যের সেরা গায়কও এই বিদ্যালয় থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু সরকারি অনুদানের অভাবে এই সমস্ত প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।উল্লেখযোগ্যভাবে, গত তিন বছরে দীপ্তানু পাল, নবারুণ পাল, অর্ণব দাস, পূর্বায়ণ সরকার, সাগরিকা ঘোষ, উন্ময় দাস, শুভ্রদ্বীপ চৌধুরী, দেবর্শী আচার্যসহ অনেক শিক্ষার্থী একাডেমিক ও সহপাঠ কার্যক্রমে অসামান্য অবদান রেখে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। এরা শুধু ভালো নম্বর পেয়ে নয়, বিতর্ক, কুইজ, সংগীত, নাটক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে স্কুলের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অথচ, এই প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা নেই, যা তাদের প্রতিভার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও বিভাজন স্পষ্ট। গোষ্ঠীবাজি ও দলাদলির ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি, ভূগোল, শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এবং বাংলা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় শিক্ষার্থীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিদ্যালয়ে এখনও র‍্যাগিং ও বুলিং-এর প্রবণতা রয়ে গেছে। অভিযোগ উঠেছে যে, এবিভিপি এই বিষয়টি সমাধানের

চেষ্টা করলে, স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে দেয়। এতে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিদ্যুৎ দেব নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তিনি শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর পরিবর্তে গল্প বলেন এবং শিক্ষার্থীদের নানাভাবে অপমান ও মানসিক নির্যাতন করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকাশ্যে কটূক্তি করেন, গালাগালি করেন, এবং অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেন। অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছে যে, তিনি ক্লাসে দেরিতে আসেন, এবং তাড়াতাড়ি চলে যান। অসম্মানজনক মন্তব্য করেন এবং তাদের আত্মসম্মানে আঘাত করেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি তার ব্যবহার অমানবিক ও অপেশাদার। অভিযোগ রয়েছে,কিন্তু স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি দায়িত্বহীন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্কুলের শৃঙ্খলাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অনেক শিক্ষার্থীরা স্কুলে রিল তৈরি করে, বাইক নিয়ে আসে, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে এবং প্রকাশ্যে প্রেমালাপ করে। অভিযোগ উঠলে কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করে। মোবাইল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, শিক্ষার্থীরা ক্লাসের মধ্যেই ফোন ব্যবহার করে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্কুল প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

এই স্কুলে স্বচ্ছতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রশ্নের মুখে। বহু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, এখানে এক ধরনের "স্বৈরাচারী" পরিবেশ বজায় রাখা হয়, যেখানে উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বাইরের জগতে কোনো তথ্য যাতে না পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করে। অনেক শিক্ষার্থীরা ভয় পান সত্য কথা বলতে, কারণ যারা অনিয়মের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। যদি এই অনিয়মের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে গত দুই বছরে অনেক খবর প্রকাশিত হওয়ার কথা, কিন্তু তা হয়নি। কারণ, স্কুল কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ কেলেঙ্কারিগুলি ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষার নামে সমস্ত সমস্যাকে চেপে রাখে।

অনেক শিক্ষার্থী এই দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবেশ থেকে মুক্তি চায় এবং সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তবে প্রশ্ন রয়ে যায়এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কখন পদক্ষেপ নেওয়া হবে?

চেষ্টা করলে, স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি

অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কারস কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২২ মে : অসংগঠিত শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে। শ্রমিকরা তাঁদের দাবী পূরনের লক্ষ্যে আগেও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। তাই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা। আজ অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কারস কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

আজ রাজধানীর সখীচরণ স্কুলে অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কারস কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজ ওয়ার্কারস কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ডাঃ অদিত রাজ। সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানিয়েছেন রাজ্যের অসংঘটিত শ্রমিকরা তাদের দাবী পূরনের লক্ষে এর আগেও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় অসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থা খুবই করুণ। তাঁরা সরকারের তরফ থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। এতদিন যাবৎ তাঁরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প হিসেবে পিপলস এডুকেশন পলিসি নামে অপর একটি শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করেছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। আগরতলা সহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজধানী শহরে এই শিক্ষানীতির খসড়া সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর বিকল্প শিক্ষানীতির খসড়া প্রকাশ করল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

দেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত গ্রহণের পর এই শিক্ষানীতির খসড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গলির কাছে প্রেরণ করবে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে করোনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মে: বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী বীর শহীদ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় চাকমাঘাট এলাকায়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা-কে উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় নতুন পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের অনুমোদনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকটি র‍্যালির আয়োজন করা হয় মন্ডল কার্যালয় থেকে। প্রথম তিরঙ্গা যাত্রা র‍্যালিটি শুরু হয় চাকমাঘাট কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণ থেকে, যা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মন্ডল কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এরপর দ্বিতীয় দফার র‍্যালি মন্ডল কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে চাকমাঘাট এলাকায় পরিভ্রমণ করে পুনরায় মন্ডল কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয়।

এই দুইটি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা, মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথ সহ বিজেপির বিভিন্ন শাখার নেতা-কর্মী এবং প্রচুর সংখ্যক সমর্থক।

র‍্যালিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, "উত্তর কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর ও মাইগঙ্গা এলাকার জনগণ দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পুলিশ ফাঁড়ির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সিপিআই(এম) সরকারের আমলে এই দাবি পূরণ হয়নি। বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি নিজে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আরজি জানাই। মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা সেই অনুরোধ গ্রহণ করে উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় নতুন পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন, যা এলাকার নিরাপত্তা ও সুশাসনের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ।"এই র‍্যালিগুলি ছিল শুধু কর্মসূচি নয়, এলাকাবাসীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরকারের দায়িত্বশীল সাড়া এবং উন্নয়নের পথে আরেকটি মাইলফলক বলে মনে করেন তিনি।

জিবি হাসপাতালে নিউরোসার্জনের গাফিলতিতে যুবকের মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ পরিবারের

আগরতলা, ২২ মে: জিবি হাসপাতালে নিউরোসার্জন ডাঃ রেড্ডির গাফিলতির অভিযোগে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃতের নাম প্রসেনজিৎ দেবনাথ (৩৩), বাড়ি আগরতলার জুলাইবাড়ি শান্তিনিকেতন পাড়ায়। বুধবার তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।পরিবারের অভিযোগ, গুরুতর আহত অবস্থায় প্রসেনজিৎকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালের আইসিইউ-তে শয্যার অভাব এবং যথাসময়ে সার্জারি না হওয়ার কারণে তিন দিন ধরে তাঁকে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়। এই কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে দাবি করছেন স্বজনেরা। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন মৃতের পরিবার। তারা দাবি করছেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই ধরণের গাফিলতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও পরিবারকে এই রকম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে না যেতে হয়।

মরণ ফাঁদে বাগমারা-কুলাই সড়ক প্রশাসনিক অবহেলায় চরম ভোগান্তি

আগরতলা, ২২ মে: বাগমারা-কুলাই যাওয়ার প্রধান সড়কটি বর্তমানে পরিণত হয়েছে এক মরণ ফাঁদে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনিক অবহেলা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনও কাজ শুরু হচ্ছে না। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জল ও ভারী যান চলাচলের কারণে রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভেঙে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ, যেহেতু স্থানীয় প্রধান বিরোধী দলের প্রতিনিধি, তাই শাসক দলের কর্মীরা উদ্যোগ নিয়েও সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে পারছেন না। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি হচ্ছে সাধারণ জনগণ। স্কুলগামী শিশু, অফিসযাত্রী ও রোগীদের জন্য এই রাস্তা এক অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

তড়িৎ ব্যবস্থা না নিলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তারা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিলোনীয়ার প্লাবিত এলাকা জলমগ্ন মুক্ত করতে প্রশাসনিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া মহকুমার ঈশানচন্দ্রনগর ও বল্লারমুখের নীচু এলাকাসমূহ প্লাবিত হয়। এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার গোচরে এলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ত দপ্তরকে (জলসম্পদ) জল নিকাশের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পূর্ত দপ্তরের (জলসম্পদ) চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুধন দেববর্মা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজাদ পি. সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ গত ১৯ মে ঐ এলাকা পরিদর্শন করেন।

নীচু এলাকার জমা জলকে ড্রেইনের মাধ্যমে নিকাশের জন্য বল্লারমুখ ছড়ার ক্যাচমেন্ট এলাকার সাথে যুক্ত করার জন্য দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ড্রেইনের মাধ্যমে ঈশানচন্দ্রনগর ও বল্লারমুখে জমে থাকা জল সহজেই প্রবাহিত হয়ে যাবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রায় ৭০ মিটার দীর্ঘ, ২-৩ মিটার প্রশস্ত এবং ৪-৬ ফুট গভীর এই ড্রেইন খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে এই ড্রেইনের মাধ্যমে সহজেই অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। পূর্ত দপ্তর (জলসম্পদ) থেকে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই আরেকটি বড় চ্যানেল খনন করা হবে। এই চ্যানেলটি খনন করা হলে বিলোনীয়া মহকুমার ঈশানচন্দ্রনগর ও বল্লারমুখসহ সন্নিহিত এলাকায় বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল জমে প্লাবিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না বলে আশা করা হচ্ছে।

সংস্কার ভারতী খোয়াই জেলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ মে: সংস্কার ভারতী খোয়াই জেলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। আগামী দিনে সংগঠনকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে আজ সকাল ১১টায় খোয়াই সরকারি বালক বিদ্যালয়ের বিআরসি হলে সংস্কার ভারতী খোয়াই জেলা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী খোয়াই জেলা সমিতির সভাপতি দেবাশীষ সরকার,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম জনমন: খোয়াইয়ে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে: জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে আজ জেলাশাসক রজত পন্থের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী নয়া মহা অভিযান বিষয়ক এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলাশাসক বলেন, পিএম জনমন কর্মসূচি সফল করে তুলতে সরকার ব্যাপকভাবে কাজ করছে। পিএম জনমন কর্মসূচির গাইডলাইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি এলাকায় বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে জেলা প্রশাসনের ওয়েলফেয়ার অফিসার জানান, জেলার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী, তেলিয়ামুড়া, তুলাশিখর ও পদ্মবিল ব্লকের বিভিন্ন ভিলেজ এলাকায় ৩,৯৬৬ জন সুবিধাভোগীকে আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে, আয়ুষ্মান ভারত হেলথ কার্ড ৬৩৩ জনকে, জনধন যোজনার আওতায় আনা হয়েছে ৯০৬ জনকে, এসটি কার্ড দেওয়া হয়েছে ৩, ৯৬৬ জনকে, কেসিসি কার্ড দেওয়া হয়েছে ৯০৬টি পরিবারকে, পিএম কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় আনা হয়েছে ৯০৬ জনকে, রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে ৯০৬টি পরিবারকে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) আওতায় আনা হয়েছে ৬৫৫টি পরিবারকে। এর মধ্যে ৩১৬ জন সুবিধাভোগীর গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। তুলাশিখর, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ফলকাবাড়ি, আঠারমুড়া, নোনাছড়া, কাকড়াছড়া ও তুইকর্মা এলাকায় মোট ২৪৭টি পরিবারকে পানীয়জলের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে বলে জানান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোল্ট্রির ফার্মের দৌলতে সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রমীলা বাহিনীর বিক্ষোভ

আগরতলা, ২২ মে: পোল্ট্রির ফার্মের দৌলতে সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রমীলা বাহিনীর বিক্ষোভ সামিল হয়েছেন। ওই ঘটনায় মধুবন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭নং ওয়ার্ডের মধুবন বড়োদা কলোনি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মধুবন গ্রাম পঞ্চায়েত এর ৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় মধুবন বরুদা কলোনীতে গত এক বছর ধরে এলাকায় একটি পোল্ট্রি ফার্ম করা হয়েছিল।

কিন্তু সেই ফার্ম থেকে বিগত ২-৩ মাস ধরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কারণে দুর্গন্ধ এবং এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে মাছি সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে রোগ এবং খাবারের সমস্যা হচ্ছে সকল মানুষের। এ নিয়ে আজ এলাকাবাসীর একত্রিত হয়ে পোল্ট্রি ফার্মের সামনে গিয়ে অভিযোগ করেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাদের দাবি পোল্ট্রি ফার্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সপ্তাহে পাঁচ দিন স্প্রে এবং দুর্গন্ধ দূর করার জন্য পরিষ্কার রাখতে হবে।

এই খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন মন্ডল সভাপতি মান্তু দেবনাথ এবং পোল্ট্রি ফার্মের মালিকদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেন কিভাবে দুর্গন্ধ এবং মাছি সরানো যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য।

আগরতলায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল এনইআরপিসি-র ৫৫তম বাণিজ্যিক উপ-কমিটির সভা

আগরতলা, ২২ মে : ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল) আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের সাক্ষী রইল। আগরতলায় সোনারতরি রাজ্য অতিথিশালায় নিগমের উদ্যোগে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক বিদ্যুৎ কমিটির (গুক্কট্রঞ্চঞ্চখ) ৫৫তম বাণিজ্যিক উপ-কমিটির সভা (ঙ্খখপ্ত)। এই সভায় বিদ্যুৎ খাতের বাণিজ্যিক দিকগুলিতে আঞ্চলিক সমন্বয়, স্বচ্ছতা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার দিক নির্দেশ পাওয়া যায়। সভার সভাপতিত্ব করেন এনইআরপিসি-র সদস্য সচিব শ্রী কে.বি. জগতাপ (আইইএস)। মঞ্চে তাঁর সাথে ছিলেন এনইআরপিসি-র পরিচালক শ্রী ডি.কে. বাউরি (আইইএস), টিএসইসিএল-এর ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা শ্রী বিশ্বজিৎ বসু এবং অর্থ অধিকর্তা শ্রী সর্বজিত সিং ডোগরা।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় 'গাছে জল দান'-এর মধ্য দিয়ে, যা পরিবেশবান্ধব বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের প্রতীক। এরপর টিএসইসিএল-এর ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা শ্রী বিশ্বজিৎ বসু স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে টিএসইসিএল-এর পক্ষ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্যুৎ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে সভাটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রশংসিত হয়েছে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিকল্পনাকে সুসংহত করতে এই ধরনের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমনটাই জানান টিএসইসিএল-এর পরিচালক (অর্থ) শ্রী সর্বজিত সিং ডোগরা। তিনি সঞ্চালন খাতে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, পাওনাদি নিষ্পত্তি এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ কৌশল নিয়ে নিজের বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। ডোগরার আর্থিক অভিজ্ঞতা এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরা। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (ঋক্কঞ্চ) এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার সিনিয়র আধিকারিকরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল:রাজ্যগুলির মধ্যে ট্রান্সমিশন চার্জ নিষ্পত্তি ও উত্তোলনের অসামঞ্জস্যতা, সাব স্টেশনগুলিতে সাইবার নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত আপগ্রেড, বকেয়া পাওনা এবং বাণিজ্যিক হিসাবের পুনর্মিলন। এছাড়াও আলোচনায় উঠে এসেছে, বোর্ড ও প্রতিষ্ঠান তহবিলে অবদানের অবস্থা, সঞ্চালন সম্পদের নগদীকরণ ও ভবিষ্যৎ পুঁজি পুনর্ব্যবহার মডেল।

সিইএ-র পরিচালক এক বিশদ উপস্থাপনায় ভবিষ্যতের বিনিয়োগ কৌশল ও সঞ্চালন সম্পদের নগদীকরণ নিয়ে আলোকপাত করেন, যা উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বৈঠকের সমাপ্তিতে টিএসইসিএল-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্যিক ও শুল্ক) শ্রীমতী সুজাতা সরকার সকল প্রতিনিধিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "টিএসইসিএল সব সময় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং বিদ্যুৎ খাতের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" ৫৫তম সিসিএম উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুৎ গ্রিডকে সুসংহত, স্বচ্ছ এবং উন্নয়নমুখী করে তুলতে অবদান রাখবে বলে অভিমত সকলের। টিএসইসিএল কে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজনের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই সংগঠনের তরফে এনইআরপিসি কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সমস্ত প্রতিনিধিদের তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas